পপকর্ন
লুবনা চর্যা

পপকর্ন
লুবনা চর্যা

প্রচ্ছদ
শাওন আকন্দ

প্রকাশন
আগুনমুখা, বরিশাল প্লাজা, কালীবাড়ি রোড, ২য় তলা, বরিশাল

যোগাযোগ
০১৭৩৮২২৬৭০৩, ০১৭১১৫৭০৫১৯
lubnacharya@gmail.com, agunmukha.bd@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৪২০/ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

স্বত্ব
লেখক

মুদ্রণ
দি ঢাকা প্রিন্টার্স, গ্রিন রোড

উৎসর্গ
রাষ্ট্রের হাতে খুন হওয়া মানুষগুলো যারা তাদের মৃত্যুর পরও চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে এই মৃত্যুকে মানতে না পেরে

বিনিময়
৫০ টাকা; ৫০ রুপি; $ ৫

POPCORN, a collection of poetries by Lubna Charya. Published by Agunmukha, Barisal plaza, Kalibarhi road, 2nd floor, Barisal-8200. First edition: February, 2014. Price: Tk 50; Rupi 50; $ 5

নহে গদ্য, নহে পদ্য- এ এক আজব চীজ মামা! না খাইলে যাবে না বোঝা।
বাসে ঝুলতে ঝুলতে, বসের ঝাড়ি খাইতে খাইতে, চুইংগাম
চিবাইতে চিবাইতে লিখা। সিরিয়াসও না, ফানও না- কেমন জানি!
একদম তাজা, মুচমুচে, গরম গরম
গিফট চেয়ে দিবেন না শরম।
পরের স্টপেজে নেমে যাবো...
এক পিস নিয়ে রাখেন, বাড়িতে আন্ডা বাচ্চা হবে খুশি
বিবির মুখে ফুটবে হাসি।
অ্যাই পপকর্ন- পপকর্ন- পপকর্ন!!!

১.
আমাদের তিরিশ চকচকে সতেজ লতানো হট ভার্জিন আঙ্গুর গাছের ঝরে পড়া অভিজাত আদুরে ফল না।
আমাদের তিরিশ ঝরা আধাপঁচা কালার নষ্ট টকগন্ধ ধুলো পড়া আঙ্গুরের থেকে তৈরি ঝাঁঝাঁলো টাকিলা।
২.
নিজের বিকারগ্রস্ত সত্যকে মিথ্যা জানো বলে
তুমিও সূক্ষ্ম আশাবাদী।
৩.
অনেক ভালবেসে ক্লান্ত হয়ে ভালবাসাবাসি থেকে দূরে গিয়ে একা
থাকাটাই প্রেমের জন্মের জন্য মহাকালের অপেক্ষার মতো আশাবাদী স্বপ্ন।
৪.
জেনেশুনেই নিজের হৃৎপিন্ড বেচে কেনা লাল গোলাপের তোড়া
অন্যের মনুমেন্টে না দিয়ে রেখে দিয়েছো
আয়নায় তোমার প্রতিবিম্বকে উপহার দেয়ার জন্য।

এখন এই সর্বস্ব জ্বলে ওঠা নরকের ভিতরে বসে তাহলে কাঁদো কেন সোনাপাখি?
৫.
পারবো না-
এমন কোন কথাই থাকতে পারে না।
৬.
তুমি আর আমি হট চিলি আর কুল আইসক্রিমের মতো পারফেক্ট ম্যাচ জুটি।
৭.
সেক্স এন্ড ড্রাগস এন্ড রক এন্ড রোল। অপরিমিত প্রাচুর্যের মধ্যে পরিমিত পাইতেই ভাল লাগে। অপরিমিত শূন্যতায় অপরিমিত পাওয়ার কল্পনায় জড়ায়............
৮.
সেলিব্রেটির মজাই আলাদা! কোন রেস্টুরেন্টে খাইলো, কোন জঙ্গলে ডেটিং-এ গেল, কবে থেকে জ্বর আসলো- সবতাতেই ফ্যানদের রিঅ্যাকশনের শেষ নাই। তার এক "লাইফ ইজ বিউটিফুল" স্টেটাসে কনসার্টের দেয়াল ভেঙে উপচে পড়া পাবলিকের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাজারখানেক ভক্ত। কিন্তু কথা হলো, এই সেলিব্রেটি হয়ে ওঠার জন্য তাকে যে আগলি বাধাগুলো পার হতে হয়েছে সেই কাহিনী জানলে বোঝা যায়- কতো ঘানিতে কতো তেল!!!

৯.
এই অভিযোগে দায়ী কেউ না।
তোমার দিকে ধেয়ে আসা
লক্ষ কোটি বাধা রংধনুর বুদবুদ হয়ে
বাতাসে মিলাবে। প্রবল ঝড়ের স্কুলে
ব্লাকবোর্ডে প্রতিমার মতো মূর্ত হবে নীলাকাশ।
হাত থেকে স্মৃতির ঘড়ি খসে পড়লে
সেখানে এক ফ্যাকাসে শূন্যতার দাগ।
সমুদ্রের নোনা আলোর ভাঁজে
ঘড়িগুলো হাঙর হয়ে সাঁতার কাটে তোমার পাশে।
অবাধ্য হাঙরগুলোকে পোষ মানানো তোমার কাজ।
তুমি এমন শিকারী যে শুধু নিজের দিকেই ছুঁড়তে পারে
তার অভিযোগের ধারালো হাতিয়ার।
১০.
প্রতিটা ফুলই নার্সিসাস।
১১.
বোকামি করতে করতে যেটা করে ফেলি, দেখা যায় সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানকর কাজ।
১২.
দূর হ শয়তান!
বলে শয়তানকেই কাছে ডাকি।
১৩.
প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার পথে পুলিশ এসে বাগড়া দেয়। ভিআইপি রোডে রিকশা চলা নিষেধ। প্রতিদিন তাই নতুন নতুন মিথ্যা কথা বলে পার পাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু গতকাল মামারা এমন ইস্পাতের ইঞ্জিনের মতো গডগড গডগড করতে শুরু করছে, বুঝছি আজকে চরণ জোড়াই চরম বন্ধ। তারপরও শেষ আশা! ভিতরে ভিতরে মাইনা নিয়াও উপরে উপরে সিরিয়াস ভাব নিয়া বার্গেনিং করতে শুরু করলাম। হ্যা, আপনারা সব রাস্তা এরকম বন্ধ করে দিলে লোকজন যাবে কি করে! সবাই তো আর ভিআইপি না, সবার তো আর গাড়িঘোড়া নাই। দেখি পুলিশটা খুবই বিরক্ত। ছেলে হইলে হয়তো মাইরই দিয়া বসতো। কিন্তু আরেকটু ভাল করে তাকিয়ে দেখি, তার মুখে শুধু রাগ আর বিরক্তি না, সারাদিনের হ্যাপার ক্লান্তি, দারিদ্র্য, পারিবারিক চাপ, বসের চাপ, মিনিস্ট্রির চাপ, বিভিন্ন ধরনের অস্তিত্বের চাপ আকাশের ফেরেশতার মতো নাইমা আইসা টানাটানি শুরু করছে। রিকশা থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলাম। এইসব অল্প ক্লাস পাশ করা নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেপেলে কিছুটা বড় হয়ে ওঠার পর বাপের তিতা কথা, মায়ের কান্নায় অস্থির হয়ে বেকার রাষ্ট্রের বিকার ঘোচাতে ঢুকে পড়ে আনসার, পুলিশ, বিডিআর, আর্মি ইত্যাদি সেক্টরে। তারপর আর কী! মগজ ধোলাই খেয়ে পুরা মগজটাই

নাই হয়ে যায়। হয়তো ওদেরও ট্রাফিক রাস্তার হর্নে কান কালা হতে হতে ইচ্ছা করে বিকাল বেলায় একটা নদীর পাড়ে ঘাসে গিয়ে বসে থাকতে। কিন্তু জীবনের ভয়ানক মুচকি হাসি ঠ্যাং টেনে ধরে। ক্ষমতার সশরীরী ছায়া শিকারী কুকুর বা নেকড়ের মতো শিকার করতে শেখায় তাকে, যার সাথে তার কোন বিরোধ নাই। আছে প্রচুর মিল।

শুধু পুলিশ না, রাষ্ট্রের সব বাহারী ছাঁচে ছাঁচ ভাঙার লোকজন দরকার। পুলিশের মধ্যে জন্ম নিক অ্যান্টি পুলিশ। শিক্ষকের ভিতর বেড়ে উঠুক অ্যান্টি শিক্ষক। চাকরিজীবী পরজীবী হোক অ্যান্টি চাকর। যীশু খ্রিস্টের শ্যাওলা ধরা কবরে অঙ্কুরিত হোক অ্যান্টি ক্রাইস্ট গাছ।

১৪.

হয়তো সে নিজে নিজে আসবে শহরের উচ্ছিষ্ট
কুড়ানো আগন্তুক সময়ের মতো
কিংবা তাকে ডেকে আনা হবে
টেরোরিস্ট ধরে আনে যেমন রাষ্ট্রীয় জলপাই বহর।
নীল তিমির রক্ত গোধুলির উজ্জ্বল আলো হয়ে
মিশে যাবে সাগরে। বন্ধ্যা বাগানের কানা মালি
এক সকালে চোখ খুলে দেখবে প্রচুর সবুজের মাঝখানে
ফুটে আছে লাল গোলাপের কুড়ি।
আমার রংহীন মৃত্যু! তোমাকে দিলাম থুড়ি।
এই ঋতুতে ভবিষ্যৎ মিলে যায় ঘোর অতীতে........

১৫.

অন্তরালে
কলকাঠি নাড়ে
যৌনতাই।

১৬.

অন্য সব গাছ যখন মাটিতে শিকড়ের পরিধি বাড়ায়ে
গড়ে নেয় কাঁটাতারে নিজের দেশ
কোন কোন গাছ তখন কাঁটাতারে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা
একটা নিঃসঙ্গ ঘুড়ির সাথে হতে চায় গাংচিল।
শিকড়ে সে মুক্ত করতে চায় নীলাকাশ,
বনে থেকেও সে বনের প্রথাবিরোধী...
একা একা নিজেই সে প্রতিবেশী গাছেদের
হাততালির মোহ ছেড়ে হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র নিকুঞ্জ বন।

১৭.

হীনমন্যতা নিজেকে অমূল্য মূল্যবান মনে করার সাইড ইফেক্ট।

১৮.

ছবির কোন দেশ নেই। ছবির ঠিকানা নো ম্যানস ল্যান্ড।
ওপেন ফর অল
ওপেন ফরএভার...........)))))))

১৯.

প্রচলিত পথের বিরুদ্ধতা যদি বাম হয়
তাইলে বাংলাদেশের বাম দলগুলা অতিশয় ডান।
আর ডান দলগুলা পাড়ার ডানপিটে মাস্তানী। বখাটে
বর্বর ডানগুলার উর্বরতার পাশাপাশি আগাছার মতোন
বেড়ে ওঠে শান্ত শিষ্ট লেজবিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বাম।
জনগণের দুঃখ, দুর্ভোগ, কান্না, অসুখের অব্যর্থ টোটকা ঔষধ
বাংলার বাম পাওয়া যাবে সস্তা টাইগার বামের লাল মোড়কে।
যা দিলে আর কখনো কোন দুর্ঘটনা দেখা লাগবে না,
কারণ জ্যান্ত চোখটাই সূর্যের আগুনের ফিকে ছাইয়ে পুড়ে যায়।

২০.

যে জীবনে কোন টানাপোড়েন, দোটানা, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, সংঘাত,
শয়তানের কুমন্ত্রণা, অপরাধের বোধ, শত্রুতা, প্রতিহিংসা, ভালবাসা নেই
সেই জীবন শ্যাম্পেনের ফেনার মতোন দামী কিন্তু পানসে।
সেই জীবনের অবসর সময় পায় পৃথিবীর চোরাবালি ছেড়ে নীলাকাশে
তাকানোর। তাদের গবেষণা, না জানার কৌতুহল মহাশূন্যতা ঘিরে।
যে জীবন পৃথিবীতে কিছুই অর্থ না পেয়ে দুর্ভোগ আর দুশ্চিন্তার ফাঁপরে
বিশাল একটা মহা মহা শূন্য উপহার পায় বংশ পরম্পরায়
তার গবেষণা আর বিশ্বাসের চ্যালেঞ্জ
অর্থহীন এ মহাশূন্যটাকে অর্থময় করার গাধার কৃষিকাজ।

২১.

অবদমিত ইচ্ছাই স্বাধীনতার
ঘরের আপন শত্রু বিভীষণ।

২২.
কালো আফ্রিকার রক্তশূন্য কঙ্কালের গায়ে
ফোঁটা ফোঁটা লাল গোলাপের পারফিউম
ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্তের মতোন
আর কঙ্কালটা রংহীন আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে
উঠে বসে তাকিয়ে আছে
মরুভূমির ক্যাকটাস স্তনে.....
২৩.
অভিজ্ঞতার আলোতে কানার মতো যারা
ভাবেন সবই দেখতে পাচ্ছেন, আপনার এই
দেখতে পাওয়া আর কিছু না। অন্যকে না দেখার
উন্নাসিকতা। এই আলো সেই উন্নাসিকতার মরীচিকা।
মরুভূমি থেকে সরিয়ে এনে আপনাকে সাগরের
পথ ধরে হাঁটতে বললে আপনার অভিজ্ঞতা
আপনাকে বানাবে একটা নিরেট বোকা।
২৪.
দ্যাশের উন্নতির জন্য এতো প্যাঁকপ্যাঁক না করে
যে যার নিজের চরকায় তেল দিয়া
নিজের উন্নতি করলে দেশের উন্নতি
ধড় কাটা মুন্ডুর মতো আলাদাভাবে আর
এক হওয়ার ভাণ করবে না।
২৫.
আশা হইলো আফ্রিকার জঙ্গলের একপ্রকার উৎকট হ্যালুসিনেটিভ ড্রাগস।
২৬.
এই মুহূর্তে আমার শরীরে, মনে, সর্ব ইন্দ্রিয়ে
কাঁচা আমের জুস ছাড়া অন্য কিছুর
কোন ফেসভ্যালু বা মার্কেটভ্যালু একদমই নাই।
মানুষের সভ্যতা যদি সবুজ পাতার ভিতরে
মুখ লুকানো সবুজ চামড়ার কাঁচা আমের মতোন
বিনয়ী , সরল, মূর্খ গেরিলা হতো
তাহলে পৃথিবীকে আরেকটু উচ্ছলভাবে ভালবাসতাম।
২৭.
চুমু দে শয়তান!!!!!!!!!!!
হুহ হু হা হা হা.................

২৮.
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
সারাক্ষণ কেন পাই না?
এই অতি বিরহের গানটা রবীন্দ্রনাথ লোডশেডিংরে
নিয়াই লিখছিল। কারেন্ট কৃষ্ণের বিরহে
দিনের বেলারে অমাবস্যা বানায়ে
কান্নার বদলে ২০০% বেশি ঘাম ঝরায়ে
পোস্ট মডার্ন রাধা আধা আধা
মেকাপ নিয়ে বিকিনির সামুদ্রিক ফ্যাশন শো-তে
সানবার্ন হওয়ার শোকে গলে যাওয়া একদলা কাদা।
২৯.
সেলিব্রেটি হইলে মুদ্রাস্ফীতির মতো লাইকস্ফীতিও বাইড়া যায়।
৩০.
জুসের চাইতে ফেনা বেশি.......
৩১.
স্লো পয়জনের চাইতেও স্লো এই মধুর মতোন বাঁচা।
৩২.
বুদ্ধের বিখ্যাত ভক্ত অশোক যেমন ছিল
রক্তপাতের বিপক্ষে কিন্তু মশকগুলা
ঠিক সেই পরিমাণ রক্তপিপাসু।
বুদ্ধ যদি যুদ্ধবাজ, দাঙ্গাবাজ, রক্তলিপ্সু
অশোককে এভাবে আমূল পরিবর্তন করে দিলো
সাথে সাথে এই ক্ষুদে দাঙ্গা যুদ্ধবাজগুলাকেও
দীক্ষা দিলো না কেন?
তাহলে পৃথিবীর অর্ধেক অশান্তি কমে
পরিপূর্ণ শান্তি হয়ে যেতো।

৩৩.
ঠিক এই মুহূর্তে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর আর ভাল না লাগা
এক ধরনের শূন্যতা বোধ নিয়ে যদি
পৃথিবী ছেড়ে প্লুটো গ্রহের অচেনা অচেনা ফুলের বাগানে
বসে থাকতাম ভবঘুরে বেকার হয়ে আবার
তোমার সবুজ পানির মতো চোখের সামনে।
সমুদ্রের গভীর থেকে উঠে আসা ঠান্ডা ঝড়ো বাতাসে
চোখ বুঁজে আসতো। হাতে থাকতো এক্সপ্রেসো কফির মগ।
আমাদের দুজনের ক্যাফেতে অতিথি হয়ে গান শোনাতো
লাল নীল ফ্লেমিংগো। কফি খেতে খেতে আমরাও
সন্ধ্যার কমলা আকাশের মতো ধূসর হতে থাকতাম ধীরে ধীরে
আর জীবনানন্দের কথা খুব মনে করতাম দুজন এক সাথে।
তারপর কফির ফেনার মতোই বুদবুদ হয়ে ভেসে যেতাম
কান্নাহীন হাসিহীন ঘুম ঘুম ফেন্সিডিলের ঘ্রাণ মাতানো মহাশূন্যে।
৩৪.
বৃটিশ রাজতন্ত্রের মতো আমাদের থিয়েটারগুলাতেও
এক ধরনের পারিবারিক রাজতন্ত্র চালু আছে।
এইটা মনে হয় বৃটিশ জীবাণুর উত্তরাধিকার,
যে জীবাণুগুলো কোন লাইফবয় বা স্যাভলন হ্যান্ডওয়াশের ঝর্নায়
ওয়াশিত হয় নি। জীবাণুর বহর হাতের রেখার রাস্তা ধরে চলে এসেছে
মগজের হিম হিম মঞ্চের অন্ধকার নির্জন হলে।
পায়ের ওপর পা তুলে লেবেদেফের কঙ্কাল নাটক দেখে,
তার গোড়ালির কাছে উৎসর্গ করা হয়
পারিবারিক বাগানের রক্ত জমাট করে ফোটানো
অ্যানিমিয়া রঙের লাল গোলাপ।
৩৫.
যা ভাল লাগে, তাও ভাল লাগে না।
যা খারাপ লাগে তার তো বেলই নাই!
৩৬.
এক অণু পানি ভাঙলে দুই পরমাণু হাইড্রোজেন
আর এক পরমাণু অক্সিজেন পাওয়া যায়।
এক অণু লুবনা চর্যা ভাঙলে কি কি পাওয়া যায়?
৩৭.
মিথ্যা সুখবরে ফোটে সত্যি রডোডেনড্রন।

৩৮.
ঠাকুরের জন্মদিনে পুরাই নম নম একটা ভাব। ছোটবেলায়
সাইকেলের স্পোক দিয়ে বানানো বাজির মধ্যে
ভক্তির বারুদে ঠাসা। বাঙালির এইটাই প্রব্লেম,
হয় ভক্তি দিয়া ঈশ্বর বানায়ে ফেলবে।
নয়তো অবজ্ঞা দিয়া শয়তান বানায়ে ফেলবে।
মাঝখানে বন্ধু নামের পথটুকু বেমালুম ভুইলা যায়
বা দেখেও মনে করে দেখে নাই।
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে সেও হয়তো
এই ভক্তির আস্তাকুঁড় থেকে বাঁচতে আর বাঁচাতে
ভক্তদের সামনে মুখোশ ছাড়া বের হতো না।
৩৯.
ধরিত্রী যদি সর্বংসহা হয়, তাইলে আমরা সর্বংসহার মা-বাপ।
৪০.
সিগারেটের মতো তার আলজিভ, নতমুখী, জ্বলতে থাকে। কিন্তু পুড়ে শেষ হয়না। শুধু যাকে ছোঁয় তার হৃদয় পুড়ে বাগদানের রিং-এর মতো ব্ল্যাক হোল তৈরি হয়।
৪১.
তোমার মতো হতে না পারার সার্থকতায় আমার
আত্মহত্যা.......................................
৪২.
এইসব ছাতামাথা প্রোডাক্টিভিটির চাইতে আনপ্রোডাক্টিভ প্রেম করা ভাল।
৪৩.
কতো কী করার আছে বাকি.......
সেইসব বাকি থাক
আগে চাকরগিরি করে একটু বাঁচি,
মানে মরি।
৪৪.
বন্ধুতা মানে শুধু ভালবাসা না, আঘাত করাও।
৪৫.
শিয়ালের লোমের মতো ধূর্ত এই সময়ে বোকা আর সরলরাই আসলে বুদ্ধিমান।
৪৬.
যে স্বাধীনতা পরাধীনতার চেয়েও শীতল আর নির্বাক!!! ঘুরেফিরে চল্লিশ বছর ধরে তার জন্মদিন পালন করে যায় মৃতপ্রায় দেশের মরহুম জনগণ।
৪৭.
গাধা জেনেও ডাকছি তোমাকে আদর করে.......

৪৮.
সমকালীন তাই
তোমাকে না দেখতে পেলে
ভুলে যাই।
৪৯.
মানুষ নিজেই নিজের মগজের মেঘ জমা আকাশের নিচে
বন কেটে প্রকৃতির সাথে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে
নিরবচ্ছিন্ন একাকিত্বের জ্বরে পালিয়েছে
নিজের তৈরি রড পাথর সিমেন্টের চাদরের তলে।
একাকিত্বের দুই তীরকে গিটারের স্ট্রিঙের মতো
বেঁধে দিতে সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে নিজেই নিজের গোঁয়ায়
বাঁশ দিছে। রড পাথর সিমেন্টের চাদরের তলে শুয়ে শুয়ে
এখন সে বৃষ্টি মিস করে, সবুজ পাতার বুনো গন্ধ মিস করে
প্রিজার্ভেটিভ দেওয়া প্রাণের বোতলে। যেন জন্মান্ধ ক্র্যাক প্রেমিক
তার প্রেমিকাকে খুন করে শবদেহের পাশে উপুড় হয়ে
সমাপ্তিহীন শেষ নিঃশ্বাসে শুঁকতে থাকে প্রেমের হারানো গন্ধ।
৫০.
সময় হচ্ছে একেকটা ক্ষতের আত্মজীবনী
আর আয়ুস্কাল। ক্ষতের দিকে তাকিয়ে মাঝসমুদ্রে বরশি
পেতে বসে থাকা বৃদ্ধ জেলের মতো
নিষ্কাম বসে বসে নিজের রক্তাক্ত ঠোঁটে চুমু খাওয়ার অপেক্ষা।
৫১.
রাজনৈতিক কোন দাঙ্গা, হাঙ্গামা, উল্টাপাল্টা হইলে এখন দুইরকম অনুভূতি হয়। একটা হচ্ছে বাড়তি একটা ছুটির দিন পাওয়ার আনন্দ। আরেকটা হচ্ছে সাইকোটিক খুনোখুনি আর অপমৃত্যুর ভয়।
৫২.
পৃথিবীতে আর কোন ধর্মের কোন ঈশ্বরের যেমন দরকার নাই
পৃথিবীতে আর কোন রাষ্ট্রের কোন সরকারেরও দরকার নাই।
এগুলা সব বেহুদা মারণাস্ত্র-
মানুষ কেন বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে মরণ অস্ত্র বানাবে?
৫৩.
যে শহরে সবাই ক্রিয়েটিভ, সেই শহর চিড়িয়াখানা।
৫৪.
যদি হতাম শঙ্খচিল, তাহলে এই মানবিক সমুদ্রের কারাগারে ঘুরে ঘুরে হতে হতো না অভিশপ্ত রোলিং স্টোন।

৫৫.
রাষ্ট্রকে স্বর্গ ভেবে আর কোন শিশু যেন না জন্মায়
এই দেশে। জন্মালে সেই স্বর্গের ঈশ্বর হাত পা ভেঙে
চোখ উপড়ে ভিক্ষার থালা নিয়ে তাকে
বসায়ে দেবে রাস্তার পাশে।
আর তার রক্তের রেড ওয়াইন খেয়ে
বুড়ো ঈশ্বরের মেদ বাড়তে বাড়তে ঢেকে ফেলবে
আমার পোড়ার বাংলা, বিষ মেশানো পদ্মা মেঘনা যমুনা।
৫৬.
অর্ধেক খুন হয়ে অর্ধেক বেঁচে আছো তুমি।
খুনি ভ্যালেন্টাইন হার্টের পাশে চক্কর খাওয়া
আগন্তুক মাছির মতো চোখে চোখে রাখছে তোমাকে
বাকিটা খুনের মায়ায়। আর জীবন সেই মাছির পাকস্থলিতে
বন্দি প্রমিথিউসের মতোন জোরে মুচড়ে উঠছে
ক্ষুধার সামুদ্রিক ঝড়ে দুর্ভিক্ষ লাগা নেকড়ের গর্জনে।
ঠিকমতো খুন হতে না পারার ব্যর্থতায় খুনিকেই বলছো, ভালবাসি!
৫৭.
ছোটবেলায় ভাবতাম, ধুর এতো কষ্ট করে চাকরির কাছে বন্দি হওয়ার মানেই হয় না। একটা টুকরা সাদা কাগজ, তার উপরে বাঘ আকাঁ, শহীদ মিনার আঁকা জলছাপ দিয়ে দিতে পারলেই কড়কড়ে টাকা! আর অর্থমন্ত্রীর সই নকল করা তো খুবই সোজা। ব্যাস, তাহলে আর বোহেমিয়ান হইতে কিসের বাধা! এখন সেই টাকাগুলাই আমার স্বপ্নগুলো জাল করে ছেপে দেয় শিকলের পিঠে। আমার পিঠে গজায় ক্রিতদাসের ডানা।
৫৮.
আমার এই নরকটাই ভাল। কেউ কাউরে বিশ্বাস করে না, অডিপাসের মতো অন্ধ সবাই। রাজনীতিবিদগুলা সব অজগর, গিলে খাচ্ছে গিরগিটিগুলোকে। প্রত্যেকটা ধুলার বিন্দুতে উড়ছে বৃষ্টির মৃত্যু। শকুন, বাজপাখি, ঈগল, প্যাঁচা আর মানুষখেকো যুদ্ধবিমান আকাশে। আমার প্রেমিক প্রেমের উত্তেজনায় খুন করে ফেলছে আমাকে। তাই এই নরকটা আমার এত্তো ভাল লাগে। জীবন মানেই মাস্তি। মৃত্যু চার্লি চ্যাপলিনের চেয়েও ফানি কোন অভিনেতা। আই লাভ দিস হেল, আই জাস্ট লাভ দিস হেল........এই নরকে যে মাল (মহামানব) পয়দা হয় পৃথিবীর কোথাও কি তা আছে???

৫৯.
কুয়াশা কুয়াশা একটা দিন, কী যে সুন্দর! কালারগুলো মনে হচ্ছে ফটোশপে কাজ করা। ধুলার জামা পরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ অপেক্ষা করছে বর্ষা এলে জামা খুলে রাস্তার ন্যাংটা বাচ্চাগুলোর মতো গোসল করবে। সংসদ ভবনের সামনে বাংলাদেশের পতাকা কোন এইডস রোগীর পুতানো নুনুর মতো নুয়ে আছে মাটির দিকে। যে মাটি কবরে কবরে অসংখ্য জারজ সন্তান ধারণকারী প্রসের পেটের মতো ফুলে আছে সেই এইডস রোগীর একাকিত্বকে প্রচন্ড প্রেমে আর কামে ভিতরে নিয়ে মৃত্যুর আঁতুড়ঘরে আরো অনেক একাকিত্বের বধির বেহালা জন্ম দিতে।

৬০.
এতো আলোয় আলোকিত এই শহরের কর্পোরেট বিল্ডিং,
সেসব কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে
তাদের জন্য কর্পোরেট বস্তি, রেস্টুরেন্ট,
পিজা হাট, কেএফসি, ধানমন্ডি লেক
আর শত শত বাঘ, সিংহ নামের কানাগলিতে উপচে পড়া
আলোর ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার অবাধ জন্মে অস্থির
আলোকের যন্ত্রণায় তীব্র হয় একাকিত্ব বোধ।
“জ্বলে উঠুন আপন শক্তিতে” মানেই তো
এসব পরজীবী আলো জ্বলে পরের শক্তিতে।

৬১.
মাঝে মাঝে আমার অনুভূতির সক্ষমতা বাইড়া যায়।
তখন সবকিছু বেশি বেশি টাচ করে
বেশি অস্থির লাগে, বেশি বেশি সাইকো মনে হয় চারপাশ আর
নিজেকে। তারপর আবার ঠিক হয়ে যায়।
এজন্যই মনে হয় এটা একটা রোগ, কারণ
যা বিরল তাকেই আমরা চিহ্নিত করি রোগ হিসাবে।
রোগ সেরে গেলে বাস্তবতার অ্যানেসথেসিয়ায়
রাধার নপুংসক স্বামীর মতো মৌন আর যৌনঅক্ষম হয়ে যায় অনুভূতিগুলো।
কিন্তু এই রোগগুলোই অজস্র অজস্র আমাদের চাই,
যাতে ফেক আরোগ্যের ভাল থাকাগুলো প্রচন্ড অসুস্থ, বিকৃত, দুর্নাম রটা
খারাপ থাকার কাছে যুদ্ধ শেষে অন্ধ প্রেমিকের মতোন আত্মসমর্পণ করে।

৬২.
রানওয়ে ধরে একটা শিশু ছুটে যাচ্ছে।
তার হাতের অ্যাকুরিয়ামে বৃষ্টির জমানো ফোঁটায়
সাঁতার কাটছে কিছু খেয়ালী রংধনু।
অ্যাকুরিয়ামটা হলো তারই জন্মসূত্রে পাওয়া রাষ্ট্র,
ভিতরের মাছগুলো তার নিজের মনে করা সমাজের বিশ্বাস।
বড় হতে হতে শিশুটা অ্যাকুরিয়ামের দিকে তাকিয়ে দেখলো
অ্যাকুরিয়ামের কাঁচ প্লাস্টিকের মতো ভচকায়ে গেছে,
ভিতরে বিষের সাগরে ভাসছে কয়েকটা মৃত মাছ।
ভচকানো কাঁচের গায়ে অবিশ্বাসী একজনের মুখাকৃতি।

৬৩.
প্রেম যদি একটা অসুখের নাম হয়
এতো এতো অসুখের মধ্যে
তবু তো একটা সুখকর অসুখ!

৬৪.
ফান ভেবেও সিরিয়াস হয়ে যাই।
তারপর সিরিয়াসলি একটা ফানি ধরা খাই।

৬৫.
শ্রমিকের কারখানায় প্রচলিত শ্রম বিভাজনের মতো
তুমি আমার শরীরের জীবন্ত কারখানায়
নৈতিকতার মৃত্যুনীতি দিয়ে বিভাজন করছো
দেহ আর মগজ। আমার দেহ এক টুকরা
সাদা কাগজ, মোমের আলোয় চাঁদের আভার
মতোন গলে যায়। মগজে সেই সাদা কাগজ স্ক্যান হয়ে
বেরিয়ে আসে তোমার হাতে। মগজ বিক্রি তোমার কাছে
অশালীন না হলে, দেহ বিক্রি তোমার কাছে অপবিত্র
হয় কি করে? যেখানে প্রতিদিন তোমরা মগজ বেচো
দেহ সংরক্ষণের প্রত্যাশায়। আমি যদি দেহ বেচি
মগজের সমুদ্রে ডুবে যাওয়া রক্ত রঙের
কুয়াশাফুল ফোটানোর আশায়-

৬৬.
আমাদের দেশের তথাকথিত আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ড
বা আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির পোশাকী বিপ্লবের
মরীচিকায় জীবন যখন স্টিয়ারিং তুলে দিয়েছে
সময়ের ঐশ্বরিক হাতে, তখন রাস্তার পাশে নগ্ন চারজন
উন্মাদ নারী ও পুরুষ, এই শীতের বৃষ্টিতে ছোট
একটা অগ্নিকুন্ড জ্বেলে অন্ধ মহিষের পালের মতো
জীবনযাপনে রত মানুষগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন,
তারাই এ সময়ের আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ডের তারকা
কিংবা কাউরে না চোদা এনার্কিস্ট।

৬৭.
মশা এতো ছোট একটা প্রাণী, কিন্তু রিকটার স্কেলে মাপলে এর বিরক্ত করার ক্ষমতা ওয়ার্ল্ড রেকর্ডকেও হার মানায়। মশার কামড়ে মানুষের সংক্রামক রোগ না হয়ে যদি মানুষের লোভ, স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, কূটবুদ্ধি, কনফিউশন, যুদ্ধবাজ নেশা- এসবের অনু-পরমাণু মেশানো রক্ত খেয়ে মশাদের সংক্রামক রোগ হতো, তাইলে মশা মানুষের অধীনস্থ এই গ্রহ ছেড়ে চিরতরে মহাশূন্যে নির্বাসনে যেতো বা সবাই একসাথে স্বেচ্ছায় সতীদাহের মতো আগুনে ঝাঁপ দিতো।

৬৮.
রাষ্ট্র, ধর্ম, পরিবার, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, বিয়ে, চাকরি- মানুষের জীবনযাপনের এই উপাদানগুলো মানুষকে জীবন যাপন করায় ঠিকই, কিন্তু করায় এক অমানুষের জীবনযাপন।

৬৯.
যদি আমি হই খাপছাড়া জীবন আর প্রচুর আর্টওয়ার্কের শহর প্যারিস
আমার ভাই যদি হয় কর্পোরেট জীবন আর অস্ত্রশিল্পের শহর নিউইয়র্ক
আমাদের মা যদি দুর্ভিক্ষপিড়ীত অর্ধনগ্ন আফ্রিকা হয়,
তাহলে আমাদেরকে দেখতে যেতে তাকে এক একবার স্বর্গের
ছাদ থেকে নরকের গুহায়, নরকের গুহা থেকে আবার
স্বর্গের ছাদে আসা যাওয়া করতে হবে।
এই আসা যাওয়ার পথে তাকে ঘিরে থাকবে ফিলিস্তিনের
ধ্বংসস্তূপ থেকে উড়ে আসা কুয়াশা,
সেই কুয়াশায় পিচ্ছিল পাথরে বেওয়ারিশ মৃত্যুর নিঃশব্দ হুমকি।

৭০.
প্রি প্লানডভাবে সবকিছু কেন করতে চাও?
তুমি ভাবো একরকম আর ঘটে অন্যরকম।
অন্যরকমে সাঁতার কাটতে কাটতে তুমি আবারো
ছক কাটো জলে।
বাস্তবে সবই যায় বিফলে।
তোমার বাবা-মায়ের তোমাকে নিয়ে প্রি প্লানড স্বপ্নগুলো
কাঁটা হয়ে ফোঁটে যখন তোমার পায়ের তলায়,
তখন কেমনে ভাবতে পারো তোমাদের নিয়ে মার্ক্স-অ্যাঙ্গেলসের
প্রি প্লানড স্বপ্নগুলো সত্যি হয়ে ফুটবে তোমার বাগানে,
তার ঘ্রাণে তুমি সারারাত ধরে বোতলে জমাবে
সাম্যবাদের পারফিউম।

৭১.
যেই ঠান্ডা পড়ছে রে ভাই,
এক কাপ কফি না-
এক পুকুর কফি
আর এক ফ্যাক্টরি সিগারেট চাই।

৭২.
ছোট ফার্মে থাকে ছোট মুরগি, হ্যান্ডস কম, সিস্টেম প্রায়ই লস করে, টুলস-এর ব্যাপারে জোড়াতালি চলে, বিজনেসও খারাপ। মুরগিদের ইনার পলিটিক্সও অস্পষ্ট গলির মতো সংকীর্ণ। এইখানে কাজ করাও হাস্যকর।

কিন্তু বড় ফার্মে বড় খাঁচা, বড় মুরগিদের পলিটিক্স অবজার্ভ করলে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স বোঝা যায়। হ্যান্ডস, টুলস বাছা বাছা। টেকনিক সবচেয়ে আপডেটেড। বিজনেস হলো সমুদ্র চুরি। এইখানে কাজ করা ফালতু ব্যাপার।

মোট কথা সবই ফালতু আর হাস্যকর বেঁচে থাকার বিস্মিত দরজায় কড়া নাড়া চালিয়ে যেতে।

৭৩.
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায় না শুধু
বেলায় বেলায় বাড়ে মধ্যবিত্তের সংকোচ।
বাড়তে বাড়তে মাকড়সার বাচ্চার মতো অন্ধ, বধির ক্ষুধায়
খেয়ে ফেলে নিজের জন্মের উৎস লাল সূর্য আর তার
রশ্মির মতো দুই গোলার্ধের অমাবস্যায় মরুতে ছড়ানো পা।
সেখানে অকাল বৃষ্টি মানেই পিছু না ছাড়া অপরাধবোধ
একইসাথে শিকার আর শিকারী হওয়ার বিরোধ।
শয়তান হওয়ার এইম ইন লাইফ টার্গেট করে
বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান হয়ে যায় নিরীহ, দরিদ্র ফেরেশতা।
৭৪.
আমি যা না, তা হওয়ার চেষ্টা করতে আমাকে আমি থেকে
দূরে চলে যেতে হয়। আমি থেকে দূরে গেলে আমার কষ্ট হয়।
যা আমি হতে চাই তা না পেরেও আমার কষ্ট হয়।
কারণ যা আমি হতে চাই, তা কখনোই আমি না।
যা আমি না তা হওয়ার চেষ্টা করা ভাল না।
৭৫.
ধুলোমাখা বন্ধুটার গালেই চুমু খাওয়া যায়। কারণ, সে মাটিকে জানে।
৭৬.
তোমার গৃহপালিত মনের চেয়ে তোমার গাড়ির হর্ন অনেকগুণে বন্য।
৭৭.
আধাখেঁচড়া এইসব বালছাল নাগরিক মানব বন্ধন আর প্রতিবাদ সমাবেশের চাইতে
আমি বরং অকপট, বর্বর জিরো থেকে শুরু করার পক্ষে।
৭৮.
আমাদের দেশের মিডিয়া হলো সৎ বাবার ঘরে
আপন মায়ের দত্তক সন্তান। জন্মান্ধ ভেড়ার পালের
লোমশের সাগরে মুক্তা খুঁজতে গিয়ে
যে রাখাল নিজেই নিখোঁজ। সে আত্মপরিচয় না জেনেই
লিখে ফেলে রামায়ণ, মহাভারতের সমান
আত্মজীবনী। আর তার সমান্তরাল এপিটাফের দেয়ালে
জেনেশুনে টানিয়ে রাখে ক্ষণস্থায়ী অমরত্বের আয়না।

৭৯.
আমাদের উপর শুধু মস্তিষ্কের
ফল ফলানোর চাষীর দায়।
আর প্রাপ্তি সেই চাষীর ঘুম তাড়ানো
ধারালো ক্ষুধার রাত আর বিরক্তি...
৮০.
মৃত্যুর নীলাকাশ ছাড়া জীবন নীল নকশার কারাগার।
৮১.
জীবনে টিকে থাকার একটা বড় শর্ত হলো সময়ের অপচয়।
৮২.
ভাবমূর্তির মূর্তি নাই, খালি ভাব নিয়াই আনন্দ ফূর্তি।
৮৩.
আমাদের আগের প্রজন্মের লোকজন ক্যান যে ক্লাস থ্রি-তে পড়া জীব ও জড়'র পার্থক্য
বোঝে না! তারা চান্স পাইলেই ম্যানিয়াকের মতোন শুধু জমি কেনে বা ব্যাংকের ডীপ
ফ্রিজে টাকাপয়সা ডিপোজিট করে রাখে। এদিকে তাদের ছেলেমেয়েরা যে অর্থকষ্টে
জলের দামে শাইলকের কাছে বেচা হয়ে যায়, সেটা কিছু না। তারা মনে করে,
জমিজমাই পরম নিশ্চয়তা। কিন্তু চরম অনিশ্চয়তা নিয়ে জীবন বন্ধক হয়ে যায় পোড়া
দলিলের মরা পৃষ্ঠায়।
৮৪.
একজন মানুষের পৃথিবীর সব নেটওয়ার্ক ঘিরে পড়শীর জাল বোনার দরকার নাই।
৮৫.
প্রতিটা ফুলই নার্সিসাস।
৮৬.
তোমার এ রহস্যজনক আচরণের রহস্য সবার জানা।
ইটস অ্যান ওপেন সিক্রেট।
কিন্তু তা হাইড করাটাই হলো স্মার্টনেস।

৮৭.
মানুষের মৃত্যু নিয়ে যতো রূপকথা সবই
রূপ নিয়ে চুপ হয়ে পড়ে মৃত্যুর পর।
মৃত্যুর সাথে এতো অভিমান মানব প্রজাতিরই
মনে হয় সবচেয়ে বেশি।
তাই হুটহাট মৃত্যুর দেবতাকে নিজের ঠিকানা
না জানিয়ে তাকে ছলে চাতুরিতে যতোটা ভোঁ চক্কর
খাওয়ানো যায় ততো নিজের ভিতরে বাড়ানো যায়
মৃত্যুর স্বাদ, গন্ধ, রং, সজীবতা।
আমি জীবনের ব্যাংক লোনে চড়া সুদে
ঋণ নিয়ে হতে চাই ঋণখেলাপী বুড়ো ভ্যাম্পায়ার,
যার মৃত্যুতে সুদেআসলে মরা নদীর কোলে
জাগবে শিশু সূর্যমুখীর লালাবাই চর।

৮৮.
মানুষের থেকে মানুষ যতো দূরে সরে গিয়ে একাকিত্বের ভোগান্তি পোহান্তি পোহাচ্ছে, তার বিনিময়ে উপভোগ করছে টেকনোলজি আর বর্ণিল বিলাস। টেকনোলজি আর বর্ণিল বিলাস উপভোগ করতে করতে মানুষ একা হতে হতে একাকিত্বের ভোগান্তি পোহাতে পোহাতে শূন্য অস্তিত্ব হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

৮৯.
অন্ধ পিয়ানোর শরীর থেকে ছাইরঙা বাতাসে আঁতশবাজির মতো ছুটছে জীবন ভোমরা । জীবনের শরীর থেকে ছিটকে যাওয়া নিরুদ্দেশ ভাঙা টুকরার মতোন জেগে আছি আমরা।

৯০.
গত ২ দিন টানা মুক্তিযুদ্ধের যতো গান আছে সবই শুনতে হইছে কোন পজ না দিয়ে। সাথে চাঁট হিসেবে শের শাহের হুঙ্কার। সেই হুঙ্কারে সিরাজ শিকদারসহ ক্রসফায়ারে যতো যুবক লাল সবুজ পতাকার তলে অন্ধকারের অতল পাকস্থলীতে হজম হয়ে গেছে তারাও জিন্দা হয়ে গানের সাথে লিপসিং করে উঠে বসার মতো অবস্থা। দেশপ্রেমের ডিফল্টে গোঁয়ার বাঁশের শিকড় আকাশের নীলাভ মাটি থেকে ঝুঁকে আছে পৃথিবীর রক্তাক্ত আঁতুরঘরে। খবরই আছে!

৯১.
কুয়াশায় অস্পষ্ট রাস্তায় চিলতে চিলতে রোদে
পুলিশও রোদ পোহায়।
তার পাশে ভবঘুরে, বেশ্যা আর শিশুরাও
যুদ্ধ শেষের দেশী ভাই ব্রাদারের মতো রোদ পোহায় নিশ্চিন্তে।
সন্ধ্যা বেলায় রোদ চলে গেলে
উষ্ণতার বোতল খুললে
তখন কেন পুলিশ এসে পেটায়?

৯২.
আগের কালের যাত্রায় যেমন মেয়েদের চরিত্রে ছেলেরা অভিনয় করতো, তার মানে যা না তাই। ঠিক সেরকম এখনের বাংলা গানও রং মেখে সং সাজা মেয়েলি পুরুষ কিংবা পুরুষালি মেয়ে। যা না তাই। জীবনের আকাশ থেকে খসে যাওয়া একটা তারা, সমুদ্রের স্টেজে হার্টথ্রব মৃত গায়ক স্টার ফিশ। ফেসবুক হ্যাকারের ইঙ্গিতমূলক কাজকর্ম আর বিশ্ব বাজারের ক্ষুধার্ত বাঘের কামনার সময়ে এসে 'ইশারায় শিষ দিয়ে আমাকে ডেকো না, কামনার চোখ নিয়ে আমাকে দেখো না' বলে দেহটাকে জেনিফার লোপেজ আর মনটাকে নটি বিনোদিনী করে আড়ালে আড়ালে মনটাকে জেনিফার লোপেজ আর দেহটাকে নটি বিনোদিনী করার চেষ্টা।

৯৩.
শক্তির মতো প্রেমেরও বিনাশ নাই, প্রেমও রূপান্তরিত হয়। বিনাশ হয়ে যায় শুধু মানুষ।

৯৪.
ইউ আর এ বুলশিট,
আই অ্যাম এ ফুল কিড...
তোমায় এতো ঘৃণা করি কারণ কিটক্যাটের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবাসি।

৯৫.
অতি ক্রাউডি বলে এই শহর অতি নিঃসঙ্গ।

৯৬.
এই শীতে ফুটপাতে, পার্কে, বস্তির ফুঁটা ছাউনির নিচে অসংখ্য জারজ কুকুরের ছানার মতো মনের মধ্যে একটা কুত্তা ঘুরেফিরে আসে। অসঙ্গতি দেখে সঙ্গত দেয় আর লেজ নাড়ে। পিছনে পিছনে আবার ফোঁসে। চোর আসলে ঘেউ ঘেউ করে না ভদ্রতার খাতিরে। এই কুত্তাটাকে গুলি করতে গেলে ভেঙে যায় আমারই প্রতিবিম্ব।

৯৭.
মেয়েটা ঘন ঘন আয়না দেখে কিন্তু আয়না দেখে না, নিজেকে দেখে। আয়না মেয়েটাকে দেখে কিন্তু আয়না নিজেকে দেখে না। তোমার সঙ্গে কখনো তার দেখা হয় না, যদিও বসন্তে, বর্ষায়, শরতে অনেকের সাথে হয়ে যায় দেখাদেখি।

৯৮.
গণতন্ত্র মানে ক্রসফায়ার, তোমার কাছে হঠাৎ আমার নিখোঁজ সংবাদ।
৯৯.
কিছু মানুষ আছে যাদের দেখলেই পার্ভারশনের কথা মনে আসে। তারা বন্ধুতে বন্ধুতে সিগারেট শেয়ার করার মধ্যেও পার্ভারশন খুঁজে পায়।
১০০.
জন্মদিনের কেক আমার পেইন্টিং ঢেকে ফেললো!
১০১.
আমার কথা শুনে আপনি এমন একটা কমেন্টস করেন যে, আমাকে প্রশ্ন করে জানতে হয় আপনি কি বলতে চান এবং তা থেকে বুঝতে হয় আপনি আসলে আমার কথা কতোটুকু বুঝেছেন। তারপর আমি বিরক্তিকর এক ব্যাখ্যা পর্বে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আপনি তখন আবার এমন এক মন্তব্য করেন, শুনে হতাশ আমি প্রসঙ্গ থেকে যাই পালিয়ে। আপনি আমি একই ভাষাভাষী হলেও আপনি আমি আলাদা মগজবাসী।
১০২.
ফুটপাতে চাদর মাথায় দিয়ে বসে আছে হাতের রগ দাঁড়িয়ে যাওয়া দূর গ্রামের এক বৃদ্ধ। সিগনালে আটকে বাস, গাড়ি, ট্রাক ক্রোধে হর্ন বাজাচ্ছে। তার পাশে বৃদ্ধটা ততোটাই মৌন। এই মৌন বৃদ্ধই কি বাংলাদেশ?
১০৩.
বাইরে যখন ঝড় আসে নি, ডানা ভাঙে নি। চলো আমরা নিজেদের ডিসেকশন করে দেখি আর বিস্মিত হই।
১০৪.
হিউমার একটু বেশি ছিল বলে তা হয়ে গেল রিউমার।
অন্ধকারে কে যে কাকে মারলো বোঝা গেল না
অথবা আদৌ কোন মারামারি হলো কি না
না জেনেই প্রেস মেশিনের বোবা আর্তনাদ
সবজান্তার মতো দিয়ে গেল ঘটনার বিশদ বিবরণ।
হাতির শুঁড়কে শিবলিঙ্গ ভেবে
জন্মান্ধ তাত্ত্বিকের হলো হাইপার শিহরণ।
১০৫.
চাকরি হলো একটা লং রুটের বাস। এইখানে বিকট শব্দে গান বাজায়ে পান খাওয়া ড্রাইভারের হার্ড ব্রেকে হার্ট ফেলের মতো ড্রাইভিং, বিচিত্র লোকজনের বিচিত্র ধান্ধা, ফাইজলামি, রসিকতা ইচ্ছার বিরুদ্ধে সয়ে যাওয়া, আর পালানোর জন্যে বাসের দুইদিকের সারির মাঝখানে চিপা পথটুকু ছাড়া বিকল্প কোন পথ নাই। কবে যে আমি এই বাসটা থেকে লাফ দিয়ে পড়বো একটা ধান কাটা মাঠে জড়ো করা সোনালী কুটোর মধ্যে! কিংবা বাসটা লাফ দিয়ে পড়বে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো আমার ঘাড়ে।

১০৬.
যাকে তুমি শহর বলো তা আসলে অর্ধেক শুঁড় তুলে দিয়েছে ওয়েস্টার্ন কলকব্জার দিকে আর বাকি অর্ধেক শুঁড় তুলে দিয়েছে মান্ধাতার সামন্তবাদের দিকে। আজব এক শহর, হারকিউলিসের মতো আস্তাবলের ঘ্রাণ শুঁকে চলে এসেছে ডিজনি ওয়ার্ল্ডে। হা হা......! বার আছে, কিন্তু প্রায় বারেই মেয়েরা অ্যালাউড না। ফাইভস্টার ঠিকই আছে, লুকায়ে লুকায়ে। টাকাওয়ালা লোকের পোলাপান বিদেশ থেকে পড়ে এসে বাংলিশ ভাষায় কথা বলে। আবার রহিমা, আঞ্জু, ফরিদারা গ্রামের আত্মা নিয়ে গার্মেন্টসে কাজ করে শিকড়হীন কচুরিফুলের অনুভবে। লোকাল বাসে কতো শ্রমিক, পতিতা, বৃদ্ধ অশেষ ধৈর্য নিয়ে বসে থাকে আর বিড়ি ফোকে। কাউন্টার বাসে কর্পোরেট চাকররা মুখস্ত জীবনের ছক কষে। এটা ততোটা শহর না এখনও। আরো কর্পোরেট হও, আরো মাল্টিকালার, উন্মাদ। যাচ্ছেতাই না করলে কি করে হবে ম্যান! ১৬ আনা নরকে তোমার তো ১২ আনাই ভ্যাজাল! নরক, নরক, পোড়াও আমাকে আপাদমস্তক। পুরোপুরি পোড়ার পর হয়তো তুমি তখন স্বপ্ন দেখতে পারবে ফিনিক্সের নবজাগরণ।
১০৭.
গভীর অন্ধকার থেকে মিস্টার বিনের মতো
জন্ম নিলো আমাদের দেশের থিয়েটার।
সেই সেকেলে বাই সাইকেলে চে হয়ে ঘুরে বেড়ায়।
ঘুরে ঘুরে কোথায় যায়? আত্মহত্যায়?? স্মৃতিকাতরতায়???
পণ্যের কাছে বিক্রি হবে না বলে অভিমানী প্রেমিকার মতো সে
বসে আছে পুরনো আমলের একটা বেঞ্চে। আর তার কর্পোরেট প্রেমিক
একসাথে বহু প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে বহুজাতিক প্রজাপতিদের সঙ্গে।
সে হলো একরঙে বোনা একটা শাড়ি।
বাতাসের বর্ণদূষণ থেকে বাঁচতে নিজের নিঃশ্বাসই বন্ধ করে দিয়ে
অপেক্ষা করছে তিলে তিলে মহান কোন মৃত্যুর...
১০৮.
ভূমিকম্পে মাটির নিচে চাপা পড়া একটা ফ্ল্যাটের ভিতর
জ্যান্ত কবরস্থ হয়ে গেছি।
নাহ, আমি আসলে ভরদুপুরে পাবলিক প্লেসে
দাঁড়িয়ে আছি। প্রিয়তম, বিলবোর্ডে বিলবোর্ডে
এতো আঁটোসাঁটো নেটওয়ার্কের বিজ্ঞাপন কি পারে
বিচ্ছিন্ন ভেড়ার পালকে একটা ফাঁকা গুলির
আওয়াজ দিয়ে একত্র করতে?
তোমার আমার ব্যবধান তাই ব্যক্তিক থেকে
বৈশ্বিক হয়ে গেছে। ৫ লক্ষ এসএমএস,
ফেসবুকের সোস্যাল অ্যাকটিভিটিস বা

ইয়াহু, গুগল, স্কাইপ কেউ কি পারে
আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে?
যোগাযোগের অফুরন্ত সুবিধা নিয়ে
থেকে যাই যোগাযোগের অগাধ দূরত্বে।

১০৯.

যদি কখনো তোমাকে আকাশ দেখতে না দেয়া হয়
প্রিয় কবিতার বইগুলো জলে ছুঁড়ে ফেলা হয়
যদি তোমার পথ বেঁধে দেয়া হয় শিকল বাস্তবতায়
যদি তোমার প্রেমে করে নজরদারী
যদি তোমার গানে অন্যের চাওয়ার ছড়াছড়ি
তারপরও তোমাকে ভাবতে বলা হয় এমন এক সময়
যেখানে কোন দাসত্ব ঘৃণা দুঃস্বপ্ন নেই
কম্পাস আর বৃত্তের অত্যাচারে আত্মহত্যা করে না কেউ
বিষণ্নতায় কোন শিশু হারায় না মনের রং
সেরকম প্রতারক একটা টিভি প্রোগামে অ্যাংকর হয়ে
অন্ধ বধির দর্শকদের সামনে
তোমার পারফরমেন্স যেন বাঘের থাবায় নিহত হরিণের
রক্ত দিয়ে ক্যানভাসে আঁকা রংধনু উৎসব।

১১০.

শিল্পী মানে কি চারুকলার পিছনে বসে একমনে
ছবি আঁকা? কনসার্টে ইয়ং ব্লাডসদের নাচানাচি আর
ওয়ান মোর, ওয়ান মোর বলে চিৎকার?
শিল্পী মানে কি মেরুদন্ড বাঁকা??
কিন্তু তুমিও তো মানচিত্রের বাইরে না।
তোমারও আছে জীবনের দুশ্চিন্তা।
তোমার গতিবিধি স্যাটেলাইট ক্যামে
ধরে রাখা। যদি ভাবো বর্তমানহীন
এক শিল্পের পুকুর বানিয়ে ব্যাঙের মতো
কাটাবে নিশ্চিন্ত জীবন। "আমি বেঁচে আছি
এটাই পরম সত্যি, পুলিশের গুলিতে যারা মরে
তারা বোকা" তাহলে তুমি পরম মিথ্যা।
ছিঃ, এমন করে না লক্ষী! সবাই হাসছে
তোমাকে নিয়ে। সবাই কাপুরুষ ভাবছে।

১১১.

চলো বহুক্ষণ ফানুস দেখি জানালায় বসে বসে।
চলো হাঁটতে বেরোই সমুদ্রের দীঘলতারও শেষে।
চলো এক বোতল বিয়ার নিয়ে ঝিমাই
রাস্তার পাশে। আর ভিন্ন ভিন্ন লোকজনের
অভিন্ন পা দেখি। পায়ের ফাঁকে স্কেল দিয়ে
অসীম দূরত্ব মাপি। কিছুই করার নেই।
তুমি আমি নীল সাদা মেঘে ঢাকা।
এখন একটু বিশ্রাম নিই। ফিলিস্তিনী সোলজারের
মতো যুদ্ধফেরত হৃদয়টাকে একটু সময় দিই। রঙের আল্পনা
আর ভাল লাগে না। চলো ডার্করুমে পালিয়ে যাই।
ডার্করুমেই যতো স্বস্তি, শান্তি, তারার আলো।
চলো যাই চলো চলো।

১১২.

আমার চোখ থেকে কান্নার শিকল বেরিয়ে
পথে হঠাৎ তোমাকে অ্যাটাক করে ফেললো। তোমার মতো
আরো অনেককে বন্ধু বানালো। তোমার কান্নার শিকলও
ছুটে চললো পথে পথে, বন্ধুকে কাছে টানতে।
অদৃশ্য কান্না দিনশেষে কাকের ঝাঁকের মতোন
ফিরে এলো আমাদের কণ্ঠনালীতে।
যা চাই তা করতে পারি না।
যা করি তা তো ভাল লাগে না।
সময়ের ট্যাপ থেকে জল পড়ে ভিজে যায়,
মনে হয় অপচয়, থামাতে পারি না।
না না না-গুলো বোতলে জমে পঁচতে পঁচতে
উপচে পড়ে স্প্রাইট কান্নায়।
তার আঠায় হাত ভরে গেলে হাসতে হাসতে একটা
আকাশী কালারের টিস্যু এগিয়ে দেয় হ্যান্ডসাম মাসিক স্যালারি।

১১৩.
স্কুল, স্কুল, স্কুল!!! আবারো ইশ, কী যে CooL!!
সারা রাত মালবাহী ট্রাকের চাকা থেকে সবুজ পোশাকের আর্মির মতো লাফিয়ে নামা
ভূমিকম্পের ভিতর শুয়ে থেকে আর মাল নামানোর বিকট শব্দে ঘুম নামাতে না পেরে
এপাশ ওপাশ,
যেন এই ট্রাক শহরে আজকের যতো খুনের জঞ্জাল কুড়িয়ে ফেলতে এসেছে ভিনগ্রহের
গোলাপি সিমেট্রিতে।
তারপর সকাল বেলায় কোমল কোমল সূর্যের ওমের পালকের ভিতর একটু ঘুম..
সেই ঘুমের ভিতর প্যানা ঢুকিয়ে দেয় অ্যালার্ম টোন
ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোসল
খিদে না পেলেও খাওয়া, ড্রেস পরা
ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে যাওয়া...

এখনও প্রতিদিন আমি স্কুলে যাই। শুধু পার্থক্য হলো,
আগের স্কুলে আমি বেতন দিতাম
এখনের স্কুল আমাকেই বেতন দেয়।

মাঝখানে কলেজ, ভার্সিটি আর বেহায়া বেকারকাল ছিল জীবনের স্বর্ণযুগ, হেভেন বলে যদি কিছু থাকে তাই। তখন দেরি করে ঘুম থেকে উঠতাম, গড়াতে গড়াতে দাঁত ব্রাশ করতাম, গান শোনা, মুভি দেখা, কবিতা পড়া... সন্ধ্যা হলে হেলতে দুলতে বন্ধুদের আখড়ায় যাওয়া, আরো সাধারণ, উদ্ভট কতো কিছু! আহা সেই দিনগুলোর স্মৃতি চর্বিত চর্বনের চুইংগাম হয়ে লেগে আছে পোস্টার আর পানের পিকে সয়লাব রংহীন দেয়ালে। অলস সময় নাকি শয়তানের কারখানা। আমি তো চাই এরকম অসংখ্য অসংখ্য কারখানা ব্যাঙের ছাতার মতো ছেয়ে ফেলুক দুনিয়া।

১১৪.
Everyone is bleeding..
Bleeding every momentz...
ক্যাপিটালিজমের এতো high breeding এ
কান্না থেকেও ঝরছে রক্ত ।
সেই রক্তের নির্যাস দিয়ে তৈরি রেড ওয়াইন
পরিবেশন করা হচ্ছে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা বাহিনীর
গোল টেবিলে। গোল টেবিলের মতোই
গোলাকার একটা জাল উড়ে এসে ফুটবলটাকে
পেঁচিয়ে ফেলে গোল দিচ্ছে।

গ্লোবাইলাইজেশনের ঝর্না বয়ে যাচ্ছে মরুভূমিতে, ভূমধ্যসাগরে।
কন্টেইনারে সেই পানি ভরে খাচ্ছে
এক সোমালিয়ান শিশু। কিন্তু এ পানিতে তার তৃষ্ণা মেটে না,
তৃষ্ণা বেড়ে কারবালা ছাড়িয়ে যায়।
প্রতি ভোরে ওয়েলকাম টিউন শোনায় যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা আর সন্ত্রাস।
যদিও আমি এখনও এর কোনোটাতে মারা যাই নি,
তবু Im bleeding,
Bleeding every momentz...

১১৫.
:কি অবস্থা?
:এই তো ভাল।
এই এতো ভাল থাকা আর ভাল লাগে না।
খারাপ থেকেও খারাপ বলা যায় না।
কেন খারাপ? কতোটা খারাপ? কতোকাল ধরে খারাপ?
ইত্যাদি ইত্যাদির ফিরিস্তি দিতে গিয়ে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়।
তার চেয়ে ভাল আছি। যেমন ভাল আছে অন্য সবাই।
এই ফেক ভাল থাকায় আমরা ভাই ভাই।
খাঁচার ভিতর বসে তাই আকাশ ছোঁয়া পাথর ঠেলে
ভাল থাকার চেষ্টা চালাই।

১১৬.
ইঁদুর তল্লাসী চালিয়ে বের করে মেরে ফেলা হলো গাদ্দাফিকে। হাঁসকলে রক্তাক্ত ঠোঁটের ইঁদুরের চেয়ে বেশি কিছু না। কথা হলো, কেউ যদি একনায়ক হয়ে ওঠে তার নিজের দেশে, সেটা সেই দেশের জনগণ বুঝবে। তারা তো ভোদাই না। মহা পরোপকারী আমেরিকারে তো কেউ ডাকে নাই। তারে তো কেউ উইড়া গিয়া জুইড়া বসতে বলে নাই বুড়া শকুনের মতো বিচারপতি হিসাবে। একটা দেশে একনায়কত্বের অভিযোগে কাউকে যদি এভাবে ছানাপোনাসহ ধেড়ে ইঁদুরের মতো মেরে ফেলা হয়, তাহলে সারা পৃথিবীতে একনায়কত্বের অভিযোগে আমেরিকার কি শাস্তি হওয়া উচিৎ?????????? কতো কোটিবার তাকে মেরে ফেলে আবার বাঁচাতে হবে পরবর্তী মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে??? আর আমেরিকার কেন এতো উথলে পড়া দরদ লিবিয়ানদের জন্য, তা তো সবাই জানে। তা এখনো গোপনে ঝিলিক দিচ্ছে মাটির নিচে।

১১৭.
যদি গণতন্ত্র হয় প্রেমিক আর সমাজতন্ত্র তার প্রেমিকা, তারা যদি একসাথে থাকে আর তাদের প্রথম শিশুটা যদি হয় গণতন্ত্রের মন্দ আর সমাজতন্ত্রের ভাল নিয়ে। দ্বিতীয় শিশুটা যদি হয় গণতন্ত্রের ভাল আর সমাজতন্ত্রের মন্দ নিয়ে। তৃতীয় শিশুটা যদি হয় সমাজতন্ত্রের ভাল, গণতন্ত্রেরও ভাল নিয়ে। চতুর্থ শিশুটা যদি হয় সমাজতন্ত্রের মন্দ, গণতন্ত্রেরও মন্দ নিয়ে– তাহলে আমরা কোন শিশুটা চাই? না কি, এদের কাউকেই না?

১১৮.
জেনো তুমিই জোয়ার,
যদিও এই জলের জলসায় তোমার নাম ভাটা।

১১৯.
বিভিন্নভাবে ঘেঁটেঘুঁটে ওয়াল, ইনবক্স, নিজের প্রোফাইল, পরের প্রোফাইল...কিচ্ছু নাই, নতুন কোন মনোযোগের বিষয়। সবই মুখস্থ, মুখস্থ। কিচ্ছু নাই নতুন আনকোরা, এক তোড়া ক্লান্তি ছাড়া। তবুও কিছুক্ষণ পরপর টুঁ মারি, দেখি কিছু কি নক করে কুয়াশার ওপ্রান্ত থেকে, খেজুরের রসের হাঁড়ি কাঁধে যদি বের হয়ে আসে এক বৃদ্ধ গাছী! চরম বিরক্ত, অভিযুক্ত জারজ জীবনকে বারবার অরফানেজে দিতে চেয়েও ফিরিয়ে আনি। গালে থাপ্পর দিয়েও আসলে খুব খুব ভালবাসি। সময় যাচ্ছে, কিন্তু শেষ সময় আসার আগে আছে এখনও বহু সময়। ইউ টার্ন নিতে কতোক্ষণ, তাই না?

১২০.
গাঢ় তিঁতকুটে ব্ল্যাক কফি! তুই আমার এই মুহূর্তের
দাবী। গত মুহূর্তের পানশালায় অভিনীত নাটকের
পাত্রপাত্রীরা তোর বাদামী উত্তাপের ধোঁয়ায়
নির্মমভাবে খুন হওয়ার পর খুনী পলাতক
আগামী হাওয়ার ডানায়। ভিজে স্যাঁতসেতে শীতকালের বর্ষায়
জানালা বেয়ে গড়ায় কয়েকফোঁটা বোধ।
বোধগম্যতার ওপারে ট্রাফিক পুলিশের চরিত্রে দাঁড়িয়ে থাকে সময়কে
চিনতে না পারা অসময়। যারা একই গণিকা মায়ের
গর্ভের দুয়ার খুলে জীবিকার সুতার টানে চলে গিয়েছে
ছিঁচকে চোর আর দারোগার চিরাচরিত দ্বন্দ্বে।
পৌষ মেলার সরগমে তাদের আবার দেখা হলে আমি বলে দেবো
বৈপরীত্যের ইতিহাস কিভাবে সহসা সমার্থকেই মেলে।

১২১.
একটা পিস্তল থাকলে ব্যাঙ্কসির মতোন (রক্ত দিয়ে) ছবি আঁকতাম মধ্যরাতের দেয়ালে দেয়ালে।

১২২.
অসামাজিক হতে চাওয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে জিতে
মরুদ্যানে তুমিও তো মাঝে মাঝে ভোগো
সমাজগ্রস্ততা হারানো অসহায় শূন্যতায়।

১২৩.
একই সাথে বৃষ্টি আর রোদ্দুরের মতো এই বিকেল দিচ্ছে আমাকে
তোমাকে চাওয়া আর তোমাকে ছাড়াই জীবনের মনোসরণীর বাঁকে ঘুরে যাওয়া।

১২৪.
আমার বাগানে আমি ছেলেমানুষীর আগাছা চাষ করি
আর অ্যাডাল্টমানুষীর মহীরুহ কেটে শীতের রাতে ফায়ারপ্লেস জ্বালাই।

১২৫.
আমার শরীরের সব রক্ত শুকাতে শুকাতে একদিন
সুইস ব্যাংকের গভর্নরের লোলচর্ম আন্ডারওয়্যারের তলে
অতল ইউরো, ডলার, রুপির রূপহীন মুর্দা হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে।

১২৬.
My sense of interest and curiosity is similar to a gay.

১২৭.
গরু জাতির তরফ থেকে ঈদুল আজাবের রক্তিম শুভেচ্ছা!!!

১২৮.
AMERICA: The wings of fucking everything!!!!!!!!!!

১২৯.
তুমি বুঝবে বলে যে কথাগুলো যেভাবে বলার ভঙ্গি করি
সেই কথাগুলো তোমার উঠোনে বৃষ্টি হয়ে ঝরে যায়
তোমার অগোচরে। কিন্তু অন্য কেউ সেই বৃষ্টির গান শোনার আশায়
শীত, গ্রীষ্ম, কাশফুলের রোমাঞ্চ দিচ্ছে ফাঁকি।
তাই বুঝি তুমি বুঝি সেখানে থাকো না যেখানে ভাবি আমি তোমার বাড়ি।

১৩০.
মানুষের সভ্যতার অরণ্যে বিড়াল, ইঁদুর, সাপ, ফিঙে পাখি, কাকাতুয়া সবাই পালিয়ে বেড়ানো আদিবাসী।

১৩১.
In an open relationship with Nature :)))

১৩২.
Old places are like green, glittering, liquid oxygen.

১৩৩.
ভাগ্যরেখার মতো পৃথিবীর পোড়া মানচিত্র যতো কালো,
চাঁদ জ্বালে ততোখানি আলো।
১৩৪.
আরেকটু ভালবাসা পেলে পৃথিবীটা হয়তো অন্যরকম হতো।
১৩৫.
এই অসময়ে কেউ যদি বলে, তার কোন টেনশন নাই। তার মানে দাঁড়ায় তার মগজের গিটারের ব্যাগে ঠিকই একটা গিটার আছে, সেই গিটারের কোন তার নেই।
১৩৬.
আমার সচেতনতা অবচেতনের চাইতে অনেক বেশি অপ্রাপ্তবয়স্ক আর গাধা।
১৩৭.
Show me a special sign to find you out :)
১৩৮.
সভ্যতার চলতি মুখোশের ফ্যাশনে ন্যুড হলেই কি
জিনিসটা অসাধারণ? বরং তা তো সবচেয়ে সাধারণ, আদিম
আর অবধারিত। তোমার দুর্ভিক্ষের আকাশে
সারা জীবনের শ্রমে ফোটে যেসব তারার ফুল
একজন পর্নস্টার উড়ে এসে নিমিষেই
তা গিলে ফেলতে পারে।
১৩৯.
তোমার উপর বিলা হয়ে ছেড়েছুড়ে আবার ফিরে আসি তোমার প্রশান্ত নীল সাগরের সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ভেঙে।
১৪০.
যারা বেঁচে আছে তারা মাথায় নিয়ে বসে আছে দুঃস্বপ্নের ঋণ।
এই দুঃস্বপ্নের সিনেমা দেখার নতুন দর্শক সিট না পেয়ে
প্রেক্ষাগৃহের পিছন থেকে অচল টিকেটের দাম পরিশোধ করে
আবার ফিরে যাক শূন্যতার স্বাগতমী ঠিকানায়।
১৪১.
এই শহর এক মরা গাধার হৃৎপিন্ড কিংবা
সময় সেই মরা গাধার কানখাড়া ঘুম।
তোমার যদি কিছু করার না থাকে
তাহলে অন্তত নিজের জ্যান্ত হৃৎপিন্ড দিয়ে
তার মরা ঘুমের চৌকাঠে
একটা বেওয়ারিশ কুকুরের মতো জেগে থাকো।

১৪২.
Draw your pains with a color pencil.
১৪৩.
.............এতো প্রতিভা কেমনে এক দেহে ধরে রাখি রে মুমিন!!!???
১৪৪.
অনেকদিন পর সকালটা ঠিক সকালই মনে হচ্ছে। পিঠে তাড়াহুড়ার চাবুকের আঘাত নাই। শিশির মাখা কালোটে মাটির উপর শিউলীফুল ঝরে ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। রাস্তায় বস্তির কোন শিশু বেলুনবাঁশি বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে। রোদটাও আমার হাতের চায়ের মতো উষ্ণ আর আদর আদর। সবুজ বনের ভিতর ছোট্ট একটা বাড়ি। রাতে ছাদে চাঁদ ডাকে। যান্ত্রিক যন্ত্রণার নিরাময় এখন হয়েছে, হোক। এই আমার কবিতাল্যান্ড। এমন স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, গোয়ার্তুমির নায়িকা হয়েই আমি অচেনা দ্বীপপুঞ্জের মতো আবিষ্কার করেছিলাম আমাকে। আবার যেন করি।
১৪৫.
শহরের হট, স্লিমি সন্ধ্যার গায়ে
কুয়াশা তাঁতীদের মসলিন চাদরের আড়ত।
১৪৬.
কবরের সিঁথি চেরা পথে অচেনা ফুলের
অস্তিত্ব জানায় সকাল।
পৃথিবীতে ফিরে আসি আরো কিছু
অচেনা ফুলের সাথে পরিচয়ের আশায়।
১৪৭.
নরকে বিনাশর্তের রিহ্যাব সেন্টারে
আমাদের সহজ পাপের স্বীকারোক্তি
নয় পরবর্তী পাপের অধিকার।
১৪৮.
যখন আমি ছন্নছাড়া ছিলাম, তখন পৃথিবীর সব শব্দরা প্রজাপতি হয়ে আমার ফুলবাগানে উড়ে বেড়াতো। যখন আমি সভ্যতা হলাম সেইসব শব্দদের বেশিরভাগই ফেরারী পাখি হয়ে অন্য কোন নিঃস্ব বাগানের বসন্তযাত্রার আহ্বানে চলে গেল।
১৪৯.
নির্লিপ্ততায় লিপ্ত থেকে বেঁচে থাকি হাঙ্গর সময়ে।
১৫০.
আমাকে আমি
তোমার চরিত্র দিয়ে
খুঁজি।

১৫১.
চাকরি করলে সুপারম্যানও মফিজ হইয়া যাইতো।
১৫২.
বাম্পার চাষীর মতোন শব্দের বাগান খিঁচে যতো
অনাহুত শব্দ উৎপাদন কারখানা বানানো বা
মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মতো কবরখানার নৈঃশব্দ্য খুঁড়ে
শব্দের হাড়গোড় ধরে টানাটানি করে বের করা
তার পিছনে কেবল একটাই নিহিত ষড়যন্ত্র "ভালবাসা"।
১৫৩.
Chaos dog is thristy for a bone of silence.
১৫৪.
স্বজনের অরণ্যে নিজের জন্যে
একটা রোদ ঘেরা মেঠোপথ
রেখে দিও নির্জনে।
১৫৫.
মুখের যতো ক্ষত
মুখোশে অস্পষ্ট।
১৫৬.
যা তুমি আদর করতে পারো না
মনে করে ছুঁড়ে ফেলো
ওয়েস্ট পেপার বাকেটে, তোমার অজান্তে
সেখানে জন্ম নেয় রংধনুর জারজ পাঠশালা।
১৫৭.
যতো কথার আবর্জনা এই জীবনে জড়ো করলাম
তা এক মুহূর্তে ড্রোন বোমায় পুড়িয়েও দেয়া যায়।
কেননা সেইসব কথা নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তির মতো
আমাকেই খোঁজে। নির্বাক অন্ধকারে
তারা আমি না, আমার মতোন কোন মরীচিকা।
১৫৮.
মানুষের অপর নাম নদী।

১৫৯.
বাংলা কবিতার ক্যানভাসার, তুমি কি
তোমার চাষাভূষা খরিদ্দারগে সারাজীবন মন্ত্রমুগ্ধ রাখার নামে
বেনামে তুলে দিবা ফাঁসের দড়ি?
কোনদিকে ঘুরে দাঁড়ানো না গেলে শুধু মৃত্যুর
পুরনো নিরাময় বিনামূল্যে পাওয়া যায়।
মানুষ কেবল মানুষেরই জন্ম দেয়।
কবি বলে তাকে দলছুট করা মানে হলো
তোমার অনাথ আশ্রমে আরো কিছু এতিম মাছির বংশবিস্তার।
১৬০.
সব সামাজিক ক্ষতি সে পুষিয়ে নেবে অসামাজিক একাকিত্বের আগ্রাসনে।
১৬১.
যা নাই তার কল্পনায় বাস করাটাই হলো ক্লাসিক্যাল।
আর যা আছে তাকে নিজের ভিতর
চাষাবাদ করা হলো কনটেম্পরারি।
১৬২.
একটা খাপছাড়া দেশে আমি আর ঈশ্বর
লিভ টুগেদারের পার্টনার।
১৬৩.
আজীবন বনে বাস করে গেলে
বন্য প্রাণীও যে ভাষা বুঝতে পারে
আমরণ মানুষের পাশে মানুষ
স্বেচ্ছা রঙিন স্বর্গে বন্দি থেকেও
সেই ভাষায় চির অচেনা আর নবিশ।
১৬৪.
পাত্তির সঙ্গে পাত্তার একটা পাতানো টাইপের দুঃসম্পর্ক আছে।
১৬৫.
ঈশ্বর সবাইকে সমান ভালবাসেন।
যিনি সবাইকে সমান ভালবাসেন
নিশ্চয়ই তিনি
বহুগামী।
১৬৬.
অমরত্বের দোকানে আমি ১১৯ লক্ষ জিবি নশ্বরতার বায়না দিয়ে রাখলাম।

১৬৭.
কখনো যা হয় নি, তাও একদিন যদি হয়ে যায়
তারপরও তুমি বিশ্বাসী হবে না?
১৬৮.
শরৎ চন্দ্র আকাশ থেকে তাকায়ে আছে।
১৬৯.
সবসময় যে হাসে সে কিছু কান্না গোপন রাখে।
১৭০.
Everybody is nobody
While they built a wall of turtles
Around themselves.
U cant do anything
Noting to say,
Just to stay as a worm inside urself
N eat ur own meat....
১৭১.
এমনকি সংখ্যালঘুর চেয়েও লঘু, নিঃসঙ্গতার চাইতেও একাকী।
১৭২.
আমরা সবাই alone গিন্সবার্গ।
১৭৩.
ঈশ্বরকে বাতাসে মোমের আলোর মতো নিভিয়ে দিয়ে আবার তাকে পঁচানোর মানে
হচ্ছে নিজের মধ্যেই ঈশ্বরত্ব ফলানো কৃষকের চেহারা আঁকা।
১৭৪.
যেখানে একই বাগানে ঘাসফুল আর নয়নতারা অসমান, সেখানেই সব ব্যর্থতা
আমাদের।
১৭৫.
বাবা দিবস, মা দিবস, শত্রু দিবস, বন্ধু দিবস
ভাই বেরাদার দিবস, পরিচিত, হাফ পরিচিত, উটকো
পুরোপুরি অপরিচিত দিবস করতে করতে শর্ষে ভাঙানোর
ঘানির চাকায় বছর ঘুরে যায়। শর্ষেফুলের ভূত হয়ে সম্পর্কের বাইরে
ক্যাটালগ আর লেবেলহীন সম্পর্কগুলো জানালার কাছে ভয় দেখায়।
তোমাকে পাওয়ার পথ বন্ধ মরা নদীর চোরা মরুভূমিতে
রাতকানা দিবসের তালিকায়।
তুমি আছো জানি অবিচ্ছিন্ন মানুষ দিবসের ঠিকানায়।

১৭৬.
প্লাস্টিক প্রেমের অরণ্যে বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ডের সব দায়-দায়িত্ব কি
সিম কোম্পানিগুলা নিয়া নিলো? তুমি যখন একাকিত্বে আড়ষ্ট,
তোমার নিঃসঙ্গতাকে চমকে দিতে সিম কোম্পানিগুলা সময়
বুঝে বুঝে কল কিংবা এসএমএস দিতে থাকে।
শিশুপার্কের গেটে গোলাপি হাওয়াইমিঠাই পেয়ে
শহুরে শিশুরা তুষ্ট। যেখানে শিশুপার্ক, ওয়ান্ডারল্যান্ড,
ঈগলু আইসক্রিম, ডিসকভারি কিছু নেই
সেই নিঃস্ব সভ্যতার অসভ্য, ন্যাংটা শিশুটা তুমি আসার আগেই
পৌঁছে যাচ্ছে বাবুই পাখির বাসায় জ্যান্ত ডিসকভারির কাছে।
১৭৭.
বেশি গম্ভীর গম্ভীর ভাব নিয়া দার্শনিক সাইজা লাভ কী?
টিন এজার থাকাই ভালো। নিজের ইচ্ছা মতো
চলা যায় ক্রিটিকগো হাই পাওয়ার চশমা পরা চোখেরে না ডরায়া।
১৭৮.
মানুষের অনুভূতির বর্ণমালায় প্রতিবাদ একটা জোনাকী আভার স্বরবর্ণ।
১৭৯.
পূর্ণতাই আমার দুশমন।
১৮০.
টাইপ ফলো করতে গেলে টাইপোগ্রাফি হয়ে আটকায়ে যাবা ম্যাগাজিনের পাতায়।
১৮১.
আর্টওয়ার্কগুলো এখন ফটোশপ, গ্রাফিক্সের ছোঁয়ায়
পুষ্টিবান হয়ে উঠছে। অনেক মিথ্যা কথা বলে, বাপের টাকা চুরি করে
বা পরীক্ষার আগে সব বই অর্ধেক দামে বেচে সেই পয়সায়
রং কেনা আর সেই রঙে ছবি আঁকার আকাল বোধ হয় পার হয়ে গেছে।
কনসেপচ্যুয়াল ফটোগ্রাফি কনসেপ্টের খাতিরে
সংযোজন, বিয়োজন ঘটিয়ে যেটুকু অবশিষ্ট রাখে
সেখানে মূল জিনিসটাই ভুল হয়ে যায়। সার্জন যদি লাইফ সাপোর্ট দিয়ে রাখা
প্রেমিককে দেখায় জীবন্ত বলে, আর প্রেমিকা আইসিইউ-এর নীলচে গ্লাসে
চুমু খায় প্রেমিকের মুখ দেখে- তাতে কি ফেরানো যাবে
কালো পোশাকে ফুল হাতে সেই প্রেমিকার তার প্রেমিকের কবরে যাওয়া?
তাই যদি হতো তাহলে গ্রাফিক্স, ফটোশপ দিয়েই ভিয়েতনাম, হিরোশিমা, ফিলিস্তিনের
বোমার ফুলেল ধোঁয়ায় ফোটানো যেতো চাঁদের গোলাপি আভার চেরি ফুল।

১৮২.
পৃথিবীতে যারা ফেসবুকে সর্বোচ্চ সময় দিয়ে এখন
দোযখে বসে বসে ঝিমাচ্ছে, তাদের ঝিমুনি কাটাইতে
ঈশ্বর দোযখেও ফেসবুক ওপেন করে দিলো।
কিন্তু তারা ব্রাউস করার কোন আগ্রহ না দেখায়ে
আবারো ঝিমাইতে থাকলো।
তখন ঈশ্বর বললো, কি ব্যাপার? তোমরা যে ফেসবুকে স্টেটাস আপডেট
আর নোটিফিকেশন চেক করতে গিয়া আমার আমল করার
টাইমই পাও নাই, এখন সেই ফেসবুক হাতের কাছে পাইয়াও
ব্রাউস করতেছো না। কারণটা কি?
তখন পাপী বান্দারা আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলবে:
দুনিয়ায় চলতে হইলে তো চাকরি করতে হইতো ওস্তাদ।
এইখানে চাকরিও নাই, ফেসবুকে টাইম পাসেরও আর দরকার নাই।

১৮৩.
কবি শব্দটা শুনলে এক ধরনের অভিমানী, ঘাড় তেড়া, উপোষী, আত্মহত্যাপ্রবণ, আদর্শবাদী টাইপের যুবক যুবতীর পোট্রেট চলে আসে। কিন্তু আমার মনে হয় অন্য যে কারো মতো কবিদেরও নিজের বিপরীত আয়নার চেহারাটা পাবলিশ করা উচিৎ।

১৮৪.
Giving birth is a war crime,
Standing by which war cemetery
You claimed your parents
As a couple of foolish criminals.

১৮৫.
পর্যবেক্ষণ (কিন্তু সূত্র না):
কবিতা পোস্ট করলে কবি বাদে বাকিরা যা করার করে। আবার ছবি পোস্ট করলে আর্টিস্ট বাদে বাকিরা অ্যাকটিভ। বিষয়টার ভিতরে সমমেরু বিকর্ষণ করার একপ্রকার চৌম্বক-ধর্ম থাকতে পারে।

১৮৬.
জীবন প্রি-প্ল্যানড কোন হাইব্রিড প্রোজেক্ট না।
ভাগ্যের সাদা ছড়ির সাথে সাথে
অন্ধের চলাচলও তাইলে একই কথা।
জীবন তোমার হাতে একদলা আলুথালু মেঘ,
তুমি যেমন খুশি যতো খুশি হাতুড়ি ছেনি বাটালি দিয়ে
তোমার কল্পনার রূপায়ন করতে পারো।
জীবন হলো করার পরে বুঝে নেওয়া
"জীবন হচ্ছে এমন"।

১৮৭.
নাগরিক পায়রার খোপের মধ্যে নিজের একান্ত ঘরটার মতোন ভালবাসি দেশকে।

১৮৮.
আমাদের দেশে অডিও ভিস্যুয়ালের মুদ্রাস্ফীতির মতো সমস্যা।
দেখতে ম্যালা টাকা, কিন্তু দরকার পড়লে তা কোন কাজে লাগে না।

১৮৯.
তোমার বিশ্বাস আমার বিশ্বাসে না মিললে কি যায় আসে?
তোমার নিঃশ্বাস আমার নিঃশ্বাসে তো ঠিক মিলে যায়।

১৯০.
মধ্যযুগের জ্যান্ত সতীদাহের জায়গায় এখন পোস্টমডার্ন গার্মেন্টস কর্মীদাহ।

১৯১.
ব্যক্তির ছেঁড়াদ্বীপে মৃত্যুকেও কামলা খাটা করুণ আগন্তুক কোন ব্যক্তিই মনে হয়।

১৯২.
সবচেয়ে কনফিউজড যারা তারাই দেখি সবচাইতে কনফিডেন্ট।

১৯৩.
হইতে চাইছিলাম অ্যানার্কিস্ট, বাঙালি মধ্যবিত্তের ফাঁপরে পইড়া হয়ে গেছি **"ক্যান আর্টিস্ট"**।
(ক্যানার্টিস্ট = যে আর্টিস্ট কোনকিছুই করে উঠতে পারে না অসংখ্য কেন'র যন্ত্রণায়)

১৯৪.
জ্যান্ত মানুষ ব্র্যান্ড হয়ে গেলে তারও একটা এজেন্সি আর জন্মান্ধ ভোক্তাদের মার্কেট দরকার হয়।

১৯৫.
খেয়াল করছি ব্ল্যাক কফি খাইলে সারাদিনের চেপে রাখা বিরক্তি, রাগ, ক্লান্তি খানিকটা হইলেও ভ্যানিশ হয়ে যায়। কারণ, তিতায় তিতা কাটে। বেশি ভাল হয় কুইনাইন খাইলে।

১৯৬.
হাতে টাকা না থাকলে হাতের রেখায় টাকা থাকার মায়রে বাপ।
১৯৭.
চকলেটের মন্ডে ঘুরপাক খায় মহাবিশ্ব। এই মন্ডের ভিতর একটা ক্ষুদ্র গ্রহ হয়ে আমিও কি ভেসে আছি চোখের বাইরে কোন অজানা নামে?
ফ্যাক্টরির সামনে দিয়ে যেতে যেতে তুমি যে সুবাস পেয়ে শ্বাসটাকে জোরে টেনে নাও, হয়তো তোমার সারাদিনের চেপে বসা বিষাদ লেবু, চিনি আর দারুচিনির মিষ্টি আহ্বানে ঘাড় থেকে ভূত নামার মতো চলে যায়।
চকলেটের আঠায় এখানে আটকে গেছে একটা ঘাসফড়িং।
জীবনের চিরতার হাটে চিরতরে বিক্রি করে শৈশব বিনিময়ে কিনে নেই কেমিক্যাল চকলেট। ওহ, আমার জিভের তেলতেলে জল! তোমার সৎকার রাংতা কাগজে মুড়ে বৈয়ামে ভরে রাখি যদি নিয়ে যায় কোন শিশু, ভিখারি কিংবা গাঁজাখোর মিথ্যাবাদী।
বিদেশী চকলেটের আড়তে মাথা ভাঙ্গা ব্যাঙের ছাতা হয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গি দেশী পোলাপাইনের চকলেট দৌড়ের মাঠে। ভোক্তার পকেটের ঘূর্ণিঝড় দেখে ইচ্ছা করে একটা গলে যাওয়া চকলেট হয়ে মিশে যাই তার রক্তের দুস্থ বন্যায়।
জীবনের গন্ধ হারানো শহরে তবু আছি টিকে আছি সংখ্যালঘু সুগন্ধের ফ্যাক্টরী।
১৯৮.
ঈশ্বর (সবাই তাকে চিনি) আজরাইলকে (ইসরাইলকে) দিয়ে গাঁজা-র (গাজা-র) জ্যান্ত রক্তমাখা হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে আনার পুরষ্কার ঘোষণা করেছে বিশ্ব শান্তি।
১৯৯.
এখানে এই চায়ের কাপের ধোঁয়া কোথাও ড্রোন বোমার ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায় মানবিক জঙ্গলের হাড়ের স্তূপে। মধ্যরাতের আগন্তুক ট্রেনের অপেক্ষায় কেউ ঘুমিয়ে যায়, কেউ জেগে থাকে ট্রেনের হেডলাইটের বদলে সকালের সূর্যের চোখে শুভদৃষ্টি বিনিময়ের তৃষ্ণায়।
কোথাও ধোঁয়া পরাশর মুনির নৌকায় কুয়াশা হয়ে আড়ালে মৎস্যগন্ধ্যার কামুকতা বাড়ায় আরো একটা যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ জন্ম দেবে বলে।
Pigs of the war wearing the dress of naked power.
ব্যক্তিগত ডায়েরির পৃষ্ঠায় এক সাদা হাউজের প্রেসিডেন্টের কাছে লেখা তোমার চিঠি দিয়ে বানানো ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন ক্র্যাশ করে ডুবে যায় রেড সী'র রক্ত উজানে।
তুমি হয়তো আয়নায় দেখো একজন গা বাঁচানো প্রতিবাদী মানুষ
কিন্তু আগুন ছুটে এক গাছ থেকে অন্য গাছের গায়ে
গাজায় দাবানল......!!!!!
মৃত্যু ছড়ানো পথে মুখোশওয়ালার কাছে মুখোশের রূপ ফেরত দিয়ে প্রত্যাবর্তন করি চলো প্রকৃত পশুর অসহিষ্ণু জন্মদিনে।

২০০.
ছোটবেলায় বিশ্বাসের উপরেও বিশ্বাস ছিল, কোন দেশের নিচে (আন্ডারগ্রাউন্ডে) আছে কার্টুনের দেশ। এখন মনে হয় ছবি এডিট করে আমরা যে সাদাকালো বানাই, আসলেই কোন সাদাকালোর দেশ যদি থাকতো আমি কি থাকতাম? নাকি ফেরারী পাখির মতো ভিসা নিয়ে পাড়ি দিতাম রঙিন দেশের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হওয়ার মৌমাছি লিপ্সায়?
রেসিজম এখন ঘোড়ার রেসের মতো অচল ঐতিহ্য হয়ে গেলেও দাদীকে তো ফাঁসী দিতে হয়েছিল নিজের জীবন, সতীনের ফ্যাকাসে সাদা মুখের প্রশংসায়। বীচে হাঁটতে হাঁটতে তোমার মুখের পন্ডস হোয়াইট বিউটি এতো প্রকৃত সৌন্দর্যের মধ্যে পলাতক আসামীর মতো পালানোর পথ খোঁজে।
সাদাকালোর দেশ আমার স্বপ্নের ভিতর বীজ থেকে হয় বনানী। শুধু ছবি আঁকতে গেলে আমি তাকে তুলে আনি। আর অন্য রং ব্যবহার করি তাকে প্রধান চরিত্রের গরিমা দিয়েই।
মৃত্যুর পরে থাকে যদি কোন নরক কিংবা স্বর্গের বিভাজন, আমি চাই তা শুধু রং দিয়েই নির্ণয় করা হোক।
২০১.
"মরার এতো ভয়, চুরি-চোট্টামি করার সময় তো কুনো ভয় নাই।" (জনৈক রিকশাচালক, প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি যাবে বলে ১ ঘন্টারও বেশি সময় রাস্তায় অপেক্ষা করতে করতে।)
২০২.
পেরেকের খোঁচায় একটু একটু সরে যেতে যেতে গুটাতে গুটাতে শামুকটা নিজের গ্রাম থেকে চলে এসেছে শত্রুর গ্রামে অজান্তে। জানালায় ঝড়, দরজা খুললে আরো বেশি ঝড়। নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র উড়ে গেছে একটা গ্যাস বেলুন উড়ে যাওয়ারও আগে।
রেস্টুরেন্টের টেবিল গলে পড়ে যায় কফির কাপে জমানো দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত ধোঁয়া।
চারিদিকের জানালা বন্ধ করে তুমি ভাবছো নিরাপদ এখন বুঝি অস্তিত্ব। চোখ বন্ধ করে দিবানিদ্রা দেখার নিয়মে জঙ্গী বিমান উড়ে আসে তোমার ছাদে।
তোমার রক্তে লুকানো সমস্ত ভয় নিয়ে টবে ফোঁটা রক্তজবা দিব্যি রোদে নাড়ছে মাথা।
ঝড় থেমে গেলে রূপের আয়না হয় নীলাকাশ। যে সংকটে অপছন্দের খাবার খাও জীবনের চলিষ্ণু রেস্টুরেন্টে প্রতিদিন ভাল লাগার ভান করে, সেই খাবার প্রত্যাখ্যান করে দেখ নি দুর্ভিক্ষ পোষা কুকুরের মতো বসে আছে টেবিলের তলায়।
অস্তিত্বের ভয় করে অস্তিত্বের ক্ষয়............
অস্তিত্বের ভয় করে অস্তিত্বের ক্ষয়............
অস্তিত্বের ভয় করে অস্তিত্বের ক্ষয়............
অস্তিত্বের ভয় করে অস্তিত্বের ক্ষয়............

২০৩.
উপ ভোগ্য জিনিসপত্রের মতো মানুষেরও থাকে ব্র্যান্ড। নামে, ছদ্মনামে। ব্র্যান্ড মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। সবসময়ই বাবাজী বাবাজী। মানুষ ব্র্যান্ড দিয়া আপনি বস্তু ব্র্যান্ডিং-এর বিষয়টা ধরতে পারবেন। কিংবা বস্তু দিয়া মানবিক ব্র্যান্ডপনা বুঝতে পারবেন। একবার ব্র্যান্ড হয়ে গেলে তো কথা নাই। অন্ধ সমঝদার অমাবস্যার হাটে চাঁদের মুদ্রা বিছায়ে ছাড়বে।
আবার যাদের কোন ব্র্যান্ড নাই, ফকির মিসকিনের মতো আলাভুলা, মুড়ি খায়- ব্র্যান্ড না থাকাই হচ্ছে তাদের ব্র্যান্ড। আল্লার দুনিয়ায় ব্র্যান্ড ছাড়া কেউ নাই। শুধু জ্বীন, পরী, ভূত, ড্রাকুলা আর শিশুদের ব্র্যান্ড নাই। কোনদিন কি আগে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় প্রেমিক শিমুল ফুলের রং থামাবে বাতাসে দোদুল্যমান প্রেমিকার গর্ভের বাজারে মিলন আর দখলের শাশ্বত পিপাসা?
কয়েদখানায় নতমুখী ডানার ভারে লিপিকর ফেরেশতা ব্র্যান্ডের লোগো দিয়ে পিঠে করে দেয় একটা ডানাভাঙা পাখির ট্যাটু।
২০৪.
কোথাও একটা বিষাদের গরু মরছে। চিত্তের শকুনদের ভুরিভোজে
সেই গরুটার হাড়গোড় থেকে বেজে উঠছে বিষণ্নতার শঙ্খ।
২০৫.
This grave is too much transparent,
Yaa; give me a deepest n darkest graveyard
So that I can hide my wild myself.
২০৬.
Im gonna be forgotten from your memories
In the distant sea-shore
In a desperate rainbow,
It's more tragic than my death valley
Actually im living a far away from your eye sight
Like the crazy moon in the cool day light.
২০৭.
খালি পকেট এক সমুদ্র নুনের চেয়েও ভারী।
২০৮.
শূন্যতার কোন জাত নেই। তার একটাই অভিজাত রোগ আছে। সেটা হলো, যে কোনভাবে হোক নিজেকে শূন্য না রাখা।
২০৯.
Fears are frightened to see inside me.

২১০.
Jealous wind cast me away on a sharp blade
And I have got a pillow of myself.
২১১.
Though we are fewer socially,
Now we are fewest driven by jealousy.
২১২.
হৃদয়ের শুকনো সৈকতে কিছু কাঁকড়ার পায়ের দাগ।
তাও অনেক পুরনো। এই পথ দিয়ে হাঁটে না আর অন্য কেউ।
শুধু প্রতিবেশী ঢেউ মাঝে মাঝে ফিরে এসে ঘুরে যায়।
বালুতটে কোন অচেনা নাবিকের নিখোঁজ লাশ জলই করে উদ্ধার।
দেহের সৎকার করে তুমি যখন চকলেটের মতোন সাদা কাপড়ে
মোড়া চিতা ফেরত বিধবা, তখন আমি কারো
মৃত মনের সৎকারে নোঙ্গর ফেলি ভবঘুরে মেঘে
মৌচাকের মতো ঘন, অসংখ্য ছুটির দিনে। বাইরে একটা
মরুভূমি যখন আরেকটা মরুভূমির পোস্ট মর্টেম করে
খুঁজছিলো কোথাও এক ফোঁটা সরোবরের হত্যাচিহ্ন,
তখন আমার ফাটল ধরা অস্তিত্বের মানচিত্র বেয়ে
এক সারি কালো পিঁপড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো শীতের রাতে
খুন হওয়া একটা পাখির মৃত আত্মার পালক।
২১৩.
মাঝে মাঝে তোমার গানের কথা কি বলে না শুনে
আমি শুনি সেই কথাগুলো অসীম শূন্যতা থেকে
জন্মান্ধের মতো দুহাতে যে উজ্জ্বল রঙা প্রজাপতির ডানা
ধরার চেষ্টা করে সেই ডানাগুলোর আর্তনাদের উল্লাস।
মাঝে মাঝে তুমি কি বলো সেটা মুখ্য বিষয় না,
বোবা মুখের ওঙ্কারের মতো
তোমার বলতে চাওয়ার পিপাসাটাই শিল্প মনে হয়।
২১৪.
সন্ধ্যা ডাকে বন্ধ্যা হাটে।

২১৫.
ভিতরে সমুদ্রের তৃষ্ণা নিয়ে উপরে কংক্রিটের জামা পরে
সভ্যতা গেয়ে যায় অসভ্য অবদমন গীতি।
সেই গানের পিছনে আবছায়া কোরাস হয়ে ফ্রন্টের আলোতে
দেখি কাবাব, চিকেন ফ্রাই, শর্মা, পেস্ট্রি ঝুলিতেছে
খাদ্য বাগানে। তোমরা সব পাও, যারা আগে ছুটে যাও।
শেষ টুকরাটাও নিয়ে যায় হঠাৎ একটা চিল এসে।
আমার ভাগ্যেই থাকে শুধু সজারুর কাঁটা, অতৃপ্ত ইচ্ছার
বিগ ব্যাঙের তরকারি। আমি এই মরা সভ্যতার জ্যান্ত কার্বন কপি।
২১৬.
মানুষ মরার পর তাকে চেনা লোকসান।
২১৭.
মানুষের অনুভূতির বর্ণমালায় প্রতিবাদ একটা জোনাকী আভার স্বরবর্ণ।
২১৮.
সিগারেট দিয়া ম্যাচ জ্বালায়।
২১৯.
মিস দ্য রেইন
মিস দ্য রেভুল্যশন
২২০.
এই অলস অলস নিম প্রতীক্ষার অসময় যদি বদলে গিয়ে কিশোর থ্রিলার ফেলে
অস্ত্র আর অস্তিত্বের প্রাপ্তবয়স্ক থ্রিলিং ফিলিংসের সময় হতো!
২২১.
ক্রিটিক খালি এক কাঠি বেশি বুঝে করে টিকটিক।
২২২.
আধুনিক গেটাপের ভিতরে এনসিয়েন্ট মানুষ দাঁড়ায়া আছে লোহার ফলা নিয়া।
২২৩.
ভারী চোয়াল ওয়ার্ল্ডের চোরাবালিতে ডুবতে ডুবতে এখন রিয়েল ওয়াল্ডরেই মনে হয় ভার্চুয়াল।
২২৪.
কনসার্ট তো আছেই পুরা বর্ষাকাল, আগে জ্যামিং কইরা নিলো বসন্তের বৃষ্টি।
২২৫.
আমার সময়! আমি ভাবি তুমি আমার সাথে সাথেই আছো সবসময়। মনে মনে কথা বলিও তোমার সাথে, কিন্তু যখন সশব্দে ডাকি তোমাকে তুমি সাড়া দাও অনেক অনেক পিছনের পথে মেঘের কম্বলের নিচে থেকে নৈঃশব্দ্যে নৈঃশব্দ্যে।

২২৬.
নাস্তিক শব্দটা গালি হইলে আমি গণহত্যার নামও রাখতে পারি আস্তিক।
২২৭.
when the problem is inside me
The problem itself assures me
That, I can solve it if I want.
But when the problem is outside the world,
It makes me frightened and scared.
২২৮.
বর্তমানে দেশে চকলেটের চাইতে ককটেল সস্তা।
২২৯.
সমস্যাওয়ালা, গরীব, রাজনীতির ভ্যাম্পায়ার দ্বারা শোষা দেশগুলারই তো রক মিউজিক গাওয়া উচিৎ। চিল্লায়া আর কিছু করতে পারুক- না পারুক ফাটায়া ফেলানোর চান্স হাতছাড়া করা মোটেও ঠিক না। সেইখানে আমাদের দেশে কী সুন্দর, শান্ত শান্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় রবীন্দ্রগীতি, শাস্ত্রীয় গীতি গায়িত হয়। আর সেই লজ্জায় রকগান সুবিধা ভরপুর ইউরোপীয় দেশে পালায়ে যায়।
২৩০.
তুমি যদি ড্রাগস হও, আমি কোন সাইড ইফেক্টের ধার ধারি না।
২৩১.
যদি এই সময়ের সব লাশ বদলে অন্য সময়ে
ফুলের পাঁপড়ি হয়ে জন্ম নিতো
আর আমাদের লক্ষ্মীছাড়া বসন্তের গান
অন্য সময়ের টেবিলে হতো জীবন হন্তারক বুলেট
তাহলে কোন সময়ে জন্ম নিতে আমি বেশি পছন্দ করতাম?

যদি আমাদের দূরত্ব নিয়া কাছে আসার উত্তাপ
বহুদূরে কোন উটের বাচ্চার তৃষ্ণার্ত চিবুকে
ঢালতো ফোঁটা ফোঁটা ঠান্ডা মধুর বৃষ্টি
আমাদের সময়ের নাৎসি প্রেমের কাব্য
অন্য সময়ের জঙ্গলে হতো অজগরের নিশ্চল রূপ
তাহলে কোন সময়ের ইতিহাসের ফেনায়
তুমি মৃত্যুবরণ করতে বেশি রাজি থাকতা?
২৩২.
পাথরকুচি পাতার মতো একটা রাজীব থেকে অসংখ্য রাজীব গজায়।

২৩৩.
মরা দেশে খুনের বিচারের ভার খুনির হাতে!!!!!!!
আর তার পোস্টমর্টেম করবে এক অন্ধ কসাই
রিপোর্ট দেবে সেনাবাহিনী রোবট.......
"সারা দেশে পূর্ণ শান্তি বিদ্যমান
আপনারা কোন টেনশন না নিয়ে
কার্টুন ছবি দেখে যান।"
২৩৪.
কাজ করার আগে কাজের কথা বেশি বলতে হয় না।
তাতে নিজের ইচ্ছাশক্তি কমে যায়।। (বাণী প্র্যাকটিকাল)
২৩৫.
ফেসবুকে তোমার মগজের যাবতীয় পুঁজি জমাও বলে তুমিও পুঁজিবাদী।
২৩৬.
যখন তোমার কাছে থাকি না, তখন আসলে তোমার জন্য
কথা খুঁজতে যাই।
যখন তোমার কাছে থাকি কথাগুলো বোবা সুর হয়ে যায় শঙ্খের খোলসে।
২৩৭.
যে দেশে কোন দেশপ্রেম নাই সেই দেশকে আমি ভালবাসি।
কারণ, সেখানে দেশপ্রেমের বাণিজ্যিক ঈশ্বর নাই।
২৩৮.
সারা গায়ে কোথাও ফাল্গুনের রং নাই, হাতে একটা কমলা নিয়া বইসা আছি।
আমি আউট অব ফোকাসে, কমলাটা খুন হয়ে যাওয়ার ভয়ে অস্তের দেশের সূর্যের মতো জ্বলতাছে।
২৩৯.
ছোটবেলায় ভাবতাম, ধুর এতো কষ্ট করে চাকরির কাছে বন্দি হওয়ার মানেই হয় না। একটা টুকরা সাদা কাগজ, তার উপরে বাঘ আকাঁ, শহীদ মিনার আঁকা জলছাপ দিয়ে দিতে পারলেই কড়কড়ে টাকা! আর অর্থমন্ত্রীর সই নকল করা তো খুবই সোজা। ব্যাস, তাহলে আর বোহেমিয়ান হইতে কিসের বাধা! এখন সেই টাকাগুলাই আমার স্বপ্নগুলো জাল করে ছেপে দেয় শিকলের পিঠে। আমার পিঠে গজায় ক্রিতদাসের ডানা।
২৪০.
যে শিশুটা জন্ম নিচ্ছে এই কুয়াশার দিনে একদিন কুয়াশা কেটে যাবে ভেবে, রাষ্ট্র কি তার জীবনে বিকট স্মোকিং মেশিনের মতো ছড়িয়ে দেবে না আরো গাঢ় কুয়াশা?

২৪১.
সবাই নিজেকে দাবী করে ট্রান্সপারেন্ট। যেন এক একটা ক্রিস্টালের এলিয়েন। রক্তের গাঢ় লবণাক্ততা না, দেহের ভাঁজে প্রবাহিত হয় টেমস নদীর মিষ্টি পানি। এই নাগরিক ট্রান্সপারেন্সি এক টুকরা কাঁচের উপর পারদের প্রলেপ। যার সামনে দাঁড়ালে মুখ দেখা যায় কিন্তু পিছনে দাঁড়ালে অন্ধ হতে হয়। আমার এই মুহূর্তের ট্রান্সপারেন্ট লেনদেন, তোমার জন্য আগামিকাল কুয়াশা জড়িত একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।
২৪২.
গভীর অন্ধকার থেকে মিস্টার বিনের মতো
জন্ম নিলো আমাদের দেশের থিয়েটার।
সেই সেকেলে বাই সাইকেলে চে হয়ে ঘুরে বেড়ায়।
ঘুরে ঘুরে কোথায় যায়? আত্মহত্যায়?? স্মৃতিকাতরতায়???
পণ্যের কাছে বিক্রি হবে না বলে অভিমানী প্রেমিকার মতো সে
বসে আছে পুরনো আমলের একটা বেঞ্চে। আর তার কর্পোরেট প্রেমিক
একসাথে বহু প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে বহুজাতিক প্রজাপতিদের সঙ্গে।
সে হলো একরঙে বোনা একটা শাড়ি।
বাতাসের বর্ণদূষণ থেকে বাঁচতে নিজের নিঃশ্বাসই বন্ধ করে দিয়ে
অপেক্ষা করছে তিলে তিলে মহান কোন মৃত্যুর...
২৪৩.
উৎকট হাইড্রোলিক হর্নের পাশে রিক্সার ক্রিং ক্রাং বেলের শব্দ কতোই না সুন্দর! একদিন বিদেশী ধাতবের দানব মার্সিডিজ, টয়োটা, করোলা এসে কেড়ে নেবে দেশী রিক্সার ছোট ছোট সুখী আয়ু। তার আগেই একটা নকশা করা রিক্সায় চড়ে আমি নাইওর যেতে চাই।
২৪৪.
টাকা তুই খামখেয়ালীপনা প্রেমিকের মতো। তোর উপর প্রচন্ড রাগ করেও এ জীবনে ব্রেক আপ করা সম্ভব না।
২৪৫.
আমিও মানুষ। নিউজ পেপারে ছাপানো মূল্যবোধের নতুন কোন অফারের অ্যাড না।
২৪৬.
ফাঁসীর দড়ির চাইতে বেশি প্যাঁচের নাম হিন্দি সিরিয়াল।
২৪৭.
তোর ছেড়ে যাওয়া যতোটা বদলায় ততোটা বদলায় নি তোর কাছিমের কামড়ের মতো ভালবাসা।

২৪৮.
টিভি দেখতে দেখতে মানুষের হাই পাওয়ার চশমার পাওয়ার আরো বাড়তে বাড়তে প্রেমিকা যখন তার সামনে সদ্যজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়াবে, সে তখন ঝাপসা একটা জীবন্ত মতো বস্তু ছাড়া কিছুই দেখবে না।
২৪৯.
বেদনার থ্রিডি গ্লাস সবসময় চোখে দিয়ে চারপাশে এতো মন খারাপের সিনেমা না দেখে চোখ বন্ধ করে ছোটবেলার স্বপ্নগুলোকে আবার দেখো। তোমার মনের অসুখ সারাতে ফাও ফাও সাইকিয়াট্রিস্টের ফি দেয়া লাগবে না।
২৫০.
তোমার স্পর্শ পৃথিবীর সব ডাক্তারখানায় জমানো প্রতিষেধকের খনির চাইতে জীবন্ত নিরাময়।
২৫১.
যদি তোমার চোখের সামনে একফোঁটা রক্তপাত কখনো না হয়, যদি সেই রক্তের উল্টোপিঠে খুন না হয় তোমার কান্নার একফোঁটা হীরক- তাহলে তুমি এই সময়ের কেউ না। তুমি নিজের দেশে বেড়াতে আসা বিদেশী পর্যটক।
২৫২.
ভালবাসি তাই প্রতিশোধ চাই।
২৫৩.
নিজের চোখ দিয়ে টিভি দেখো, টিভির চোখ দিয়ে নিজেকে দেখো না।
২৫৪.
অসুখের কোন উৎস নেই। অসুখ হলো উটকো পৃথিবীর ভিড়ে জ্বলজ্যান্ত যীশুর জন্ম।
২৫৫.
কারাগারের ছাউনির বাইরে পোষা কাকাতুয়ার মতো
পালিয়ে গেছে আকাশ। কারাগারের অতল শিকড়ে অনিশ্চিত সময়ের খনি
মধ্যপ্রাচ্যের তেলের খনির চাইতে বড় হচ্ছে দিন দিন।
আমাদের হাত-পা খোলা তবু হাতে নেই
জাদুর বাঁশি। এই কারাগারে গুমড়ে মরা শিশুদের
মৃত্যুর শিয়রে বসে বসে কিছু না করার চেয়ে চলো
আমৃত্যু প্রতিযোগিতা করে দুজন দুজনকে ভালবাসি
আর বোমায় পুড়ে যাওয়া শিশুটাকে শোনাই নরকের জ্বলন্ত হ্রদের নিচে
স্বর্গের বাগানের নীল, হলুদ পাখিদের গান।

২৫৬.
আমাদের মনের মুক্তা চাষের সরোবরে ফলে কিছু দুর্লভ অসুখ। সেই অসুখগুলোর অন্য নাম বিভ্রান্তি জেনেও আমরা ভালবাসি প্রচুর শীতে আগুনের ভূ-গোলকের মতো তাকে জড়িয়ে ধরতে, যতোক্ষণ না সেই অসুখ অন্য কারো সুখের আকাশে ড্রোন বোমা নিক্ষেপ করে।
২৫৭.
প্রশান্তি মানুষকে নীরব করে আর অশান্তি মানুষকে শেখায় নিজেকে চেনার জন্য চিৎকার করতে।
২৫৮.
এই কুয়াশার কাফন মোড়ানো সকাল
আর তোমার চোখে ঘুমের জাল, সেখানে কিছু পালক লেগে আছে
আমাদের প্রেমে নিষ্পিস্ট হয়ে যাওয়া পাখিদের।
চোখের ভিতরে ফুলের বাগান আর বাইরে মরুভূমির কড়া মহড়া...
বাইরে বোমার ভয়ানক আওয়াজ আর ভিতরে
তোমার মোমের মতো ঘুমের সুরেলা নিঃশ্বাস।
সেই নিঃশ্বাসের মই বেয়ে চলো নেমে যাই
মানবিক সভ্যতার সুদূর অতলে।
যেখানে আদিম পৃথিবীর কোলে চিতার বাচ্চা নিয়ে
খেলা করে আমাদের ধুলামাখা নেংটো ছেলেমেয়ে।
২৫৯.
অন্যের মাথা থেকে শুধু ভুলের উঁকুন না বেছে
বরং আয়নায় নিজেকে অন্যের চোখ দিয়ে
প্রশ্ন করে দেখো: তুমিও কি ঠিক?
২৬০.
ঢাকা চিটাগং রোডে ব্রেকফেল করা একটা বাসের যাত্রী হয়ে দেশ যাচ্ছে ঢাকাও না, চিটাগংও না- অন্য কোন গ্যাংব্যাং-এর নৈরাজ্যকর ঠিকানায়।
২৬১.
মহাকাশ জয় করলেও মানবিক পরাজয় পিছু ছাড়ে না!
২৬২.
পৃষ্ঠা উল্টালে আত্মহত্যা মিথ্যা মনে হয়।
২৬৩.
মানুষের মানুষ দরকার।

২৬৪.
আগে নিজের দেশের একজন হয়ে ওঠো তুমি
নিজের ভাষাকে জানো, নিজের স্বভাবকে জানো
নিজের শিকড়ে মাটির রং আর গন্ধকে জানো
তারপর তুমি হাঁটি হাঁটি পা বাড়াতে পারো
দেশের কাঁটাতারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো বর্ডার খুলে ফেলে।
ইন্টার ন্যাশনাল মানে সাবেক উপনিবেশ
আর বর্তমান মাল্টিন্যাশনাল
যে তোমাকেসহ তোমার দেশ কিনে নেয়
পার্কের মাছি ভনভন, ক্ষুধার লাল শাড়ি পরা গণিকার মর্যাদায়।
২৬৫.
আমি তোমার সাথে থাকতে চাই।
যেভাবে প্রমিথিউসের সাথে থাকে অগ্নিমন্ত্র।
২৬৬.
দেশাত্মবোধক গানগুলা এখন মনে হয় স্যাটায়ার করে লেখা।
নয়তো রক্ত দেখে কৃষ্ণচূড়া লেখা সম্ভব না।
খুন আর প্রেমের সঙ্গতি জানে
ওইখানে একটা ব্রেইল মেশিন কেনার অসঙ্গতি কতোটা দায়ী।
২৬৭.
ঘুমাইতে এতো ভাল লাগে ক্যান? ঘুমাইলে
আমার নাগরিক সব টেনশন আর ফিকশন আমারে ছাইড়ে দিয়ে
বুনো মৌমাছির ঝাঁকের মতো অন্য কোন জাইগে থাকা
মানুষের বর্ষাকাল হারানো কদম ফুলের বাগানে
যাইয়ে মরা বেদেনীর জ্যান্ত ছাওয়ালের মতোন স্তন চুষে
বিষ খাওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাতি পারে। আর আমি এই ফাঁকে
শুনে নিতে পারি আজরাইলের মৃত্যুর হুমকির ঘুমপাড়ানি অর্কেস্ট্রা।
জীবনের সাথে কঠিন সেপারেশন হয়ে গেছে বইলে
মৃত্যুর ক্ষণিক টাচে হট হওয়ার লোভে এমন ঘুম প্রেমিক বনে যাওয়া।
২৬৮
অনেক কথার চেয়ে নিস্তব্ধতা বেশি বোঝায়।

২৬৯.
এই শহরে টিকে থাকতে হলে তোমাকে কোন ১টা কাজে দক্ষ হতে হবে। সেই কাজ
কসাইয়ের কাজ কিংবা আলিবাবার অন্ধ দর্জির মতো মরা লাশ জোড়াতাড়া দেয়ার আর্ট।
তাহলেই তোমার ক্যারিয়ারের সিঁড়ি উপরে উঠতে উঠতে বিজ্ঞাপনের ঈশ্বরের কাছে
পৌছায়ে যাবে আর সিঁড়ি গড়ায়ে গড়ায়ে একটা সাদাকালো মার্বেলের মতো মাটিতে
নেমে আসবে তোমার রঙিন বিলবোর্ডে জমানো দীর্ঘশ্বাস।
২৭০.
আমাকে আমি অনেক ভালবেসে
ক্লান্ত হয়েছি।
তাই শহরে বোবা আগন্তুক হয়ে
তোমার যন্ত্রণার পাশে জন্মেছি।
২৭১.
শ্লোগান এখন আর নয় তোমার আপনজন।
হুইস্পার ল্যান্ডে তোমার ভোকাল
লাউড স্পিকারে সুরেলা ফিসফাস।
পিয়ানোর সাদা কালো পিঠের ভাঁজে
ঝড় তুলে যায় বৃষ্টির পায়ের ঘুঙুর।
অর্ধেক ডাউনলোড হয়ে আটকে থাকা জীবনের ভারে
কান্নার সরোবর জমে জমে পাথর।
বিদ্রোহী শুধু নীলাভ নবজাতক,
যার কণ্ঠে সভ্যতার কফ, কাশি, ধুলাবালির
ঝাঁক বিছায় নি জড়তার হলুদ চাদর।
২৭২.
যে আমাকে এক শিশি মিষ্টি সিরাপের মতো
খেয়ে ফেলতে পারে, তার ডাকনাম মৃত্যু।
কিন্তু আমি তার খালি শিশির ভিতরে
তিল তিল সঞ্চয় করা কান্নার লবণ পানি ভরে
জন্ম দিতে পারি জীবনের অনেভা সূর্যমুখীর বাগান।
রাষ্ট্রীয় অপমৃত্যুর দেবতা জড় কুঠারে
আয়নার মতো আমাকে যতো বেশি টুকরা করে ফেলবে,
ততোই বাড়বে আমার আমিত্বের সশস্ত্র রেপ্লিকা।
২৭৩.
অন্য কোন লাশ কাটা ঘরের ছাদে উড়ছে সুতা ছেঁড়া পাতার ঘুড়ি।
২৭৪.
মৃত্যুর নীলাকাশ ছাড়া জীবন নীল নকশার কারাগার।

২৭৫.
সিএনজি বা প্রাইভেট কারের ড্রাইভার রিক্সাওয়ালাকে কখনো সাইড দেয় না। কিংবা
তাকে নিজের আগে যেতে দেয় না। চড় থাপ্পর দিতেও দেরি করে না। কারণ সিএনজি,
প্রাইভেট কার চলে তেলের ফুয়েলে। রিক্সা চলে ঘামের ফুয়েলে।
২৭৬.
এই অভিযোগে দায়ী কেউ না।
তোমার দিকে ধেয়ে আসা
লক্ষ কোটি বাধা রংধনুর বুদবুদ হয়ে
বাতাসে মিলাবে। প্রবল ঝড়ের স্কুলে
ব্লাকবোর্ডে প্রতিমার মতো মূর্ত হবে নীলাকাশ।
হাত থেকে স্মৃতির ঘড়ি খসে পড়লে
সেখানে এক ফ্যাকাসে শূন্যতার দাগ।
সমুদ্রের নোনা আলোর ভাঁজে
ঘড়িগুলো হাঙর হয়ে সাঁতার কাটে তোমার পাশে।
অবাধ্য হাঙরগুলোকে পোষ মানানো তোমার কাজ।
তুমি এমন শিকারী যে শুধু নিজের দিকেই ছুঁড়তে পারে
তার অভিযোগের ধারালো হাতিয়ার।
২৭৭.
হয়তো সে নিজে নিজে আসবে শহরের উচ্ছিষ্ট
কুড়ানো আগন্তুক সময়ের মতো
কিংবা তাকে ডেকে আনা হবে
টেরোরিস্ট ধরে আনে যেমন রাষ্ট্রীয় জলপাই বহর।
নীল তিমির রক্ত গোধুলির উজ্জ্বল আলো হয়ে
মিশে যাবে সাগরে। বন্ধ্যা বাগানের কানা মালি
এক সকালে চোখ খুলে দেখবে প্রচুর সবুজের মাঝখানে
ফুটে আছে লাল গোলাপের কুড়ি।
আমার রংহীন মৃত্যু! তোমাকে দিলাম থুড়ি।
এই ঋতুতে ভবিষ্যৎ মিলে যায় ঘোর অতীতে........
২৭৮.
প্রচলিত পথের বিরুদ্ধতা যদি বাম হয়
তাইলে বাংলাদেশের বাম দলগুলা অতিশয় ডান।
আর ডান দলগুলা পাড়ার ডানপিটে মাস্তানী। বখাটে
বর্বর ডানগুলার উর্বরতার পাশাপাশি আগাছার মতোন
বেড়ে ওঠে শান্ত শিষ্ট লেজবিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বাম।
জনগণের দুঃখ, দুর্ভোগ, কান্না, অসুখের অব্যর্থ টোটকা ঔষধ

বাংলার বাম পাওয়া যাবে সস্তা টাইগার বামের লাল মোড়কে।
যা দিলে আর কখনো কোন দুর্ঘটনা দেখা লাগবে না,
কারণ জ্যান্ত চোখটাই সূর্যের আগুনের ফিকে ছাইয়ে পুড়ে যায়।
২৭৯.
যদি সত্যি সত্যি কোন ঈশ্বর থাকতো আকাশের ওপারে!
চির হলিডে উপভোগ করার অ্যাপেটাইজার হিসাবে তাহলে খানিকক্ষণ জিরায়ে নিতাম
মেঘের মেঝেতে শুয়ে গড়ায়ে। পাশে রবীন্দ্রনাথের মতো সাদা দাড়িওয়ালা
একজন ঈশ্বর বসে বসে ল্যাপটপে দুনিয়াদারি নিয়ন্ত্রণের কাজকর্ম
নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। আমি তখন কাজ নামক বস্তুকে চরম ঘৃণা করে
অসঙ্গত সব বিষয় আশয় ভাবতে ভাবতে ঘুমায়ে পড়তাম।
ঘুম থেকে জেগে দেখতাম ঘড়ির কাঁটা অফিস টাইম ছাড়ায়ে বিকালের দিকে
দৌড়াচ্ছে। আর যাকে আমি ঈশ্বর ভাবছিলাম সে ছিল আসলে
অলস মস্তিষ্কধারী শয়তান, যে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার কারখানায় ঢুকিয়ে
ঘুম পাড়িয়ে রেখে ভেগে গিয়ে পিছন থেকে ফ্যা ফ্যা করে হাসতেছে।
২৮০.
অভিযোগগুলো তোমার দিকে
ছুঁড়ে মারতে গিয়ে
বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে আমারই কাছে।
ওরাংওটাং-এর মতো কিলবিল দৃষ্টিহীন সমাজ!
আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের সব মাকাল ফলের মুক্তো
দিয়ে গাঁথা মালাটা এই মুহূর্তেই ছিঁড়ে ফেললাম।
এখন তুমি আর আমি মুখোমুখি
বলো কে কার চোখে অপরাধী????
২৮১.
এসব হ্যাজাং প্যাজাং দুঃখু দুঃখু গান তবু নিজেকেই লক্ষ্য করে...................
২৮২.
সব অসুখের একটাই চরম গরম সুখ- ক্যাপিটাল!

২৮৩.
ঘড়ি, তুই এবার চুপ কর।
যে গতিতে আকাশ ছিঁড়ে বৃষ্টি নামে
থান্ডার ক্যাটস কিংবা ঈশ্বরের নিজের হাতে
ছুঁড়ে দেওয়া আগুনের বোমা তার চেয়ে
জোরসে ছুটে আসছে প্রেমিকার কাছে প্রেমিকের মিথ্যা
সংবাদ, প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার ছলচাতুরি;
তোর আড়ালে হাতের নিচে যে সাদা চামড়া লুকিয়ে থাকে
তার মতোন লুকিয়ে রেখেছি নিজের কাছে নিজের আত্মার সম্ভ্রম।
তুই এবার চুপ কর, আমাকে এই জীবনের কাঁটার চলার
শব্দ থামিয়ে বৃষ্টিফুল ফোটার গান শুনতে দে।
২৮৪.
বাণিজ্যিক প্রভুর কাছে মানুষের জীবনের প্রোপার্টিজ ০.০০ মেগাবাইট।
২৮৫.
অনেকদিন পর পার্কে এসে
অচেনা চোখের কাছে নিজেকে
কেমন জানি
আগন্তুক আগন্তুক লাগে।
২৮৬.
পরীক্ষার আগের দিন পড়ে পরীক্ষা দেয়ার মতো ফাঁকিবাজি করে
ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে শুধু তোমাকে ভালবাসতে চাই না।
২৮৭.
তোকে পেয়ে আমার নিঃসঙ্গতাগুলোকে দত্তক দিলাম ঈশ্বরের সাদা-কালো অরফানেজে।
২৮৮.
হয় নি বলেই বিনাপয়সায় তোমার হৃদয় ভাড়া নিয়েছে এক উটকো অভিজ্ঞতা বিশেষজ্ঞ।
২৮৯.
যন্ত্র হওয়ার আগের জন্মে পৃথিবীর নাম ছিল “ভালবাসা”।
২৯০.
বাংলা ভাষা! তোমার কোন মানবিক বা অমানবিক চেহারা থাকুক না থাকুক, তোমার অস্তিত্ব ছাড়া আমার অস্তিত্ব অন্ধ, কালা, বোবা। তুমি আছো বলেই এতো সহজে ভাবতে পারি আর ভাবাতে পারি। নিজেকে আবিষ্কারের যতো খুশি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি। মৃত্যুর পর যদি এই আমি থেকে যাই অবিকল, তুমিও থেকো আমার ভাষা হয়ে। যতোবার জন্মাবো ততোবার প্রতিবার।

২৯১.
এই ধুলার ফাল্গুনে ফুল নেই শহরে
শুধু তুই আসিস গোটা বাগান হয়ে।
২৯২.
আমার হৃদয়ের গোপন চোরাকুঠুরি থেকে
রক্তমাখা ছুরি বের করে তোমাকে নিভৃতে দেখাই।
তুমি তখন হরর ম্যাজিশিয়ানের মতোন তোমার
হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে বের করে আনো পৃথিবীর চেয়ে দীর্ঘ
একটা খাপখোলা রক্তাক্ত তলোয়ার।
যে তলোয়ার তোমার জন্মের আগে থেকেই
মহাশূন্যের ভাঁজে লেগে থাকা সব টলটলে কান্না
চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে জমিয়ে জমিয়ে বানিয়েছে
রক্ত রঙের ডায়মন্ড। তোমার এই বিশাল বিকট
রক্তমাখা রূপ দেখে আমি তো চুপ।
লাল ডায়মন্ডের দেশ থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলা
নীল ডায়মন্ডের আকাশে তাকিয়ে বলি:
“আমি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ।”
২৯৩.
একটাবার অবাক হওয়ার জন্য এক জীবন অপেক্ষার পালাগান।
২৯৪.
আমার আর ঈশ্বরের সবচেয়ে মিল হলো নিঃসঙ্গতায়।
২৯৫.
অন্য সময়ের প্রেমিক! তোমার জানালার পাশে তুষারপাতের সাদা আগুন পোহাতে স্পেসশিপ থেকে নেমে আসা আমি অচেনা আগন্তুক সময়ের ভীরু নায়িকা। তোমার কল্পনার কালার প্লেট থেকে রং চুরি করে বহু আলোকবর্ষ দূরে সাজাই আমার কল্পনার জগতে তোমার নিরবচ্ছিন্ন থাকা।
২৯৬.
ট্রেনের নিচে পড়তে যাওয়া একটা কাঠবিড়ালীকে বাঁচাতে গিয়ে যে যুবকের কাটা পড়া লাশ পাওয়া যায় স্লিপারের ওপর, সে ছিল আমার কোনদিনও দেখা না হওয়া সবচেয়ে কাছের বন্ধু।
২৯৭.
মিউচ্যুয়াল ফ্রেন্ড বেশি হলেই তোমার সাথে আমার চিন্তা মিলে যায় না।
২৯৮.
বিরহ নারীর প্রসব যন্ত্রণার মতোন, যে যন্ত্রণার শেষে তোকে পাওয়া যায়।

২৯৯.
যখন তখন নাক উঁচা পর্বতের দেয়াল তুলে
চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়ার ইগো না।
তোমার ইগো যেন এমন হয়
যাতে তা দেয়াল ভাঙার মেশিন হয়ে বের করে
আনতে পারে চাপা পড়া বন্ধুর জীবন।
৩০০.
একাডেমি! তোর শিকলের নাড়িভুড়ি ভরা পেটের ভিতর মাথা দিয়ে মাথা নষ্ট হওয়ার ভয়ে আকাশের পেটে ঢুকিয়ে দিলাম মাথা।
৩০১.
পৃথিবী দেখতে গোলাকার হলেও স্বভাব-চরিত্রের চেহারা ক্রুশের মতো।
৩০২.
তোমার বিশ্বাস আমার বিশ্বাসে না মিললে কি যায় আসে?
তোমার নিঃশ্বাস আমার নিঃশ্বাসে তো ঠিক মিলে যায়।
৩০৩.
তোর চূড়ান্ত প্রেম যমদূতের চূড়ান্ত চুমু হয়ে লেগে থাকে আমার কপালে (ভাগ্যে)।
৩০৪.
আমার আত্মার যতো চাপা পড়া আনন্দ আছে
যারা কখনো পৃথিবীর আঁতুড়ঘরে ঢুকতে না পেরে
ফিরে গেছে আমার দেহের শ্যাওলা ধরা কবরে
তাদের ছদ্মবেশ হলো এই অপ্রত্যাশিত বৃষ্টি।
৩০৫.
তোর প্রেমে আমার পুনর্জন্ম হয় বিরতিহীন।
ঈশ্বরের দেয়া পুনর্জন্মের উপহার মরে পড়ে থাকে
হকার্স মার্কেটের ফুটপাতে শীতের কাপড়ের সাথে একা একা।
৩০৬.
উন্নত মানের বান্দর হয়ে চিড়িয়াখানার গরাদেই যদি থাকতে হচ্ছে,
মানুষ তাহলে কোন দুঃখে তুই বন ছেড়ে শহরে এলি?
৩০৭.
এই বাজে অবস্থার পরিবর্তন প্রতি সন্ধ্যায়
পাড় মাতালের মদ ছেড়ে দেওয়ার কসমের মতোন।
কোনদিন যা অদলবদল হয় না।
৩০৮.
তুই চলে আসলে রাত হয়ে যায় অন্তবিহীন দিন।

৩০৯.
শপথ গ্রহণ করে আমি ভালবাসতে চাই না, ভালবাসার জন্য যে কোন পথে যেতে রাজী আছি।
৩১০.
এই হিম কুয়াশায় চৌরাস্তার মোড়ে যে হুডি জ্যাকেট পরা আততায়ী অপেক্ষা করে আছে তার নাম "রাজনীতির খেলা"।
৩১১.
কবি হওয়ার জন্য না, আর্টিস্ট হওয়ার জন্য না, ভবঘুরে হওয়ার জন্য না, ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য না, র‍্যাম্পের মডেল হওয়ার জন্য না, রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্য না, সাইনটিস্ট হওয়ার জন্য না, শয়তান হওয়ার জন্য না, অ্যাঞ্জেলও হওয়ার জন্য না- তোমার জন্য যদি শুধুই প্রেমিক হওয়ার জন্য হয় তাহলে আলাদা করে আর কিছু হওয়া লাগে না।
৩১২.
যুদ্ধ ভুলে যাওয়ার পৃথিবী! কুয়াশার শ্যাওলা জমা পিঠের উপর এই এক চিলতে রোদ তোর জন্ম না হওয়া শরণার্থী জন্মদিনের এক পিস কেকের মতোন মধুর মিষ্টি।
৩১৩.
পুরনো পত্রিকার মতো তোমার কাছে আমি পুরনো হতে চাই
প্রেম কখনোই পুরনো না হওয়ার বিশ্বাসে।
৩১৪.
ভ্যাম্পায়ার, ঝগড়াটে, জেলাস, টেন্ডারবাজ, দাঙ্গাবাজ, বক্তৃতাবাজ, লোভী, মিথ্যুক, নিষ্ঠুর, গর্দভ, দালাল, দলবাজ প্রাণীগুলো ছাড়া শুধু মাটি, মাটির নিচের অন্ধকার খনি, জঙ্গল, নদী, আকাশ, জঙ্গলের জীবজন্তু, সমুদ্র, পাখি আর চিরকাল পশ্চাৎদেশে "চো-" খাওয়া মানুষ নিয়ে যে দেশ...................................সেই দেশ শোন........................আমি তোমায় ভালবাসি।
৩১৫.
সময় গেলে প্রেম হবে না...

৩১৬.
ডাইসের ভিতরের মসলা হয়ে তুমি
নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে পরের নদীতে
দেখে যাচ্ছো কতো ধানে সময় ফলে
অসময়ের জঙ্গলে।
ছেড়ে দিয়েও ধরে রাখার পিছুটানে
শুধু তুমিই জানো
তুমিই শুধু অবশিষ্ট থেকে যাবে
বাদবাকি বাকি রেখে
মহাকালের অবিচ্ছিন্ন প্রেমে।
৩১৭.
সব তাড়াহুড়ার মধ্যে একটা অলস বাজে ইজি চেয়ার পথ আটকে দেরি করিয়ে দেয়।
আরেকবার ভাবায়।
৩১৮.
বাঁচতে হলে পালাতে হবে।
৩১৯.
সব ঘৃণাই প্রেমের দিকে ধায়।
৩২০.
প্রমিথিউস, তোমার জ্বালানো নিষিদ্ধ আগুনের ধোঁয়া
কুন্ডলি পাঁকাতে পাঁকাতে পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে
পাহাড়ের পিছনে আবার ফিরে আসে শিকল হয়ে রাতের বাতাসে
তোমাকে ভালবেসে। ঠিক যেমন এই মানুষের অরণ্যে
আমার জন্ম হয় নাড়ি দিয়ে পেঁচানো তারের মতো কিছু অমানবিক বন্ধনে।
৩২১.
রোজ রোজ এই আগুনে পোড়া ঝলাসানো জ্যান্ত মানুষ
ককটেলের বিটকেল ফাজলামি, পেট্রোল বোমা আর টিয়ার গ্যাসের
হাস্যকর ভেলকি, মৃত্যুর বিরল পালকি- এসব কিছুই না।
আমাদের প্রতিবাদ করা উচিৎ এরকম বাজে মানের
পাতানো নাটক প্রতিদিন দেখতে বাধ্য করার জন্য।
৩২২.
পিছনে ফিরে যদি আমাকে আর না দেখো
তোমার ছায়া রঙের চিল হয়ে পৃথিবী ঘুরে
আসি আমি আবার তোমার বহুদূরের সামনে
অচেনা এক যাত্রী ছাউনির ভিড়ে তোমারি অপেক্ষায়
একটা নাইটিঙ্গেল পাখির পালক হাতে নিয়ে।

৩২৩.
ফ্যাশন হাউজে ডামির গায়ে প্রতিদিন বদলায়
যে রঙিন উজ্জ্বল জামা, তার বাইরে দিয়ে চলে যাওয়ার সময়
ডামিগুলো ওর মাথায় ডানা লাগিয়ে উড়ে বেড়ায়।
শো রুমের কাঁচের ভিতর আটকা পরা প্রজাপতিটা
ওর কাছে আসতে চেয়ে বারবার ধাক্কা খেয়ে
কয়েদির মতো লেগে থাকে কাঁচের গায়ে। খালি গায়ে
পার্কের ঘাসের কম্বল মুড়ি দিয়ে ভবঘুরে শিশুটা শোনে
পাশের কোন গাছে শীতের কাঁপুনিতে ওর মতোন
ঘুমাতে না পেরে এক শালিক ডেকেই যাচ্ছে।
৩২৪.
দিবানিশি পরিবহনের মতো অর্ধেক সময় পাকস্থলিকে দিয়ে আর অর্ধেক সময় মগজকে দিয়ে এই ঊষর জীবন ধূসর রাজপথের সীমারেখায় ছুটে ছুটে যাচ্ছে।
৩২৫.
অন্যের চোখের মণিতে নিজের রিফ্লেকশন হারিয়ে
তুমি নিজেকে খুঁজে পেতে পারো
তোমার নিজের চোখের না দেখা আয়নায়।
৩২৬.
কারো মতো না হলে তাকে প্রশংসার মমির চূড়ায় তুলে শেষকৃত্যের উৎসব করো সেই মমির গুহার আঁধার নির্জনে।
৩২৭.
এই দিনকালে সাবধানে চলাফেরা করিস তুই
চৌরাস্তার সিগনালে বেদেনীর ঝুড়ির ভিতর
অদৃশ্য সাপের মতোন অদৃশ্য যমদূতের হাতটা ধরে।
৩২৮.
দাস পৃথিবীর মেডেল জয়ী স্মার্ট দাসদের ভিড়ে সবচেয়ে আনস্মার্ট, অসামাজিক মানুষটাই আসলে কিছু করে, যার এই মেডেল প্রদর্শনীর হাটে কিছু করার নাই।
৩২৯.
তোমার মাথার উপরে ড্রোন বোমা, পিছনে খুনির হাতে
এগিয়ে ধরা লাল গোলাপের তোড়া...
একচোখে সূর্যের দাবানল, অন্যচোখে সমুদ্রের শান্ত জল
তবু এখনো তোমার কনফিউশন? ঘুমিয়ে পড়া আঁতুড়ঘরের
ভয়ার্ত ঘড়ির কাঁটার হার্টবিটের ক্ষয়ের তালে
গলে গলে যাচ্ছে সময়, তোমার প্রেমকে কেউ চুরি করে
মরুভূমির বাগানে বানাচ্ছে বালুর মূর্তি। আর তোমার কল্পনাকে

ফটোশপে নিয়ে বানাচ্ছে বাস্তবের মরা হাড়ের খুলি।
তোমাকে কনফিউজড করার জন্যই তোমার রক্তের জোছনার মন্দিরে
সুড়ঙ্গ কাটছে যুদ্ধ আর টাকশাল দানব। তোমাকে তোমার লাশের সামনে
দাঁড় করিয়ে ওরা বলছে, তুমি এই পৃথিবীর গাছে বাঁধা দোলনায়
চড়ার আগেই পড়ে গেছো বধ্যভূমির চোরা খাঁদে।
তুমি এখানে আছো কি নেই-এর কনফিউশনে অন্যের বানানো
ফিউশনের জাল কেটে দেখো তুমি শুধু
কনফিডেন্স দিয়ে গড়া এক মানবিক অ্যাঞ্জেল।

৩৩০.
মিউজিকে নেশা হয়।

৩৩১.
খুন জখম আগুনের তাপে পুড়ে যাওয়া বছর এখন শান্তিতে
ঘুমাক কবরের নিরিবিলি দেয়ালে হেলান দিয়ে।
এই বছরটা যেন সেই বছরের রক্তের রং দিয়ে
প্রেমের চিঠির খামে কিছু লাল গোলাপের পাঁপড়ি হয়ে
পৌঁছে যায় প্রেম ভুলে যাওয়া চিঠির বাক্সের ঠিকানায় ।

৩৩২.
সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিন্তু কিছুই ঠিক নেই।

৩৩৩.
তোর পাশে হাঁটলে পৃথিবী আমার সাথে প্রতারণা করে না।

৩৩৪.
পৃথিবীকে সুন্দর করতে গিয়ে মানুষ
মাকড়সার ডিমের মতো নিজের বুকের সাথে
ডিনামাইট বেঁধে পৃথিবীর চূড়ায় উঠে
হয় পৃথিবী ও তার নিজের অকাল মৃত্যুরই কারণ।

৩৩৫.
শুধু তোমার প্রেমে নিজেকে সাপের খোলসের মতো বদলে ফেলে
আমি হতে পারি ব্র্যান্ড নিউ একদম অন্য আমি।

৩৩৬.
ঈশ্বর! একটা জন্মান্ধ নেশাখোরের ফেলে দেয়া সিরিঞ্জে করে হলেও ওদের হৃদয়ে কিছুটা প্রেম পুশ করে দাও তুমি।

৩৩৭.
অনেক কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে শহরে এসে কিছুই করতে না পেরে
পোষা লাভবার্ডের মতো শুধু পাকস্থলিটা পুষে ঝাঁকে ঝাঁকে
গরাদহীন কয়েদীর মতো তুমিও একজন আপোষী হয়ে বাঁচো।
এমন করে করে না পাওয়ার মধ্যে পজিটিভিটি খুঁজে
জন্মের মতোন নেগেটিভিটির মধু খাও নিজেকে ঠকিয়ে।

৩৩৮.
নতুন ধরনের ছবি বলে শুধু মাগনা পিঠ থাপড়ে দিয়ে
পিছনে পিছনে চম্পট দেয়ার রেসে না নেমে
এইসব বায়ার আর এজেন্টরা আর্ট ছেড়ে
রাস্তার ঠিকাদারের ব্যবসায় নামলে
তবু কিছু রাস্তাঘাট মেরামত হতো। তাহলে
সেই রাস্তায় বিকালে বেড়াতে এসে কোন
প্রেমিক জুটিকে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনায়
চিরতরে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়ে যেতে হতো না।

৩৩৯.
ড্রাইভিং শিখুন L.S.D খেয়ে।

৩৪০.
ভূমিকম্পে আমি কাঁপি না, ভূমিকম্পরেই কাঁপায়া ছাড়ি।

৩৪১.
সৌন্দর্য আর সুনামের বারোটা বাজানোই হচ্ছে আর্ট।

৩৪২.
বেশি বেশি জন্ম দিলে কোন বাচ্চাই ঠিকমতো আদরযত্ন পায় না।

৩৪৩.
ধৈর্য্য ছাড়া উপায় নাই রে মুমিন!

৩৪৪.
জীবন পুরাই একটা বাংলা সিনেমার ট্রেইলার।

৩৪৫.
লোক দেখানো ভালবাসা বা বন্ধুত্ব করার চেয়ে বরং শত্রুতা করো বেশি করে। যাতে রেসলিং-এর স্টেজে অন্তত তোমাকে দেখা যায় গ্লাভসের ভিতরে বুনো জন্তুর থাবা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছো দড়ির বাইরে।

৩৪৬.
ফিরে গেলে মন
পৃথিবীর সব আগন্তুক বর্ডারে
কাঁটাতারের দরজা আঁটে
প্রত্যাবর্তন।
৩৪৭.
তোর ছেড়ে যাওয়া যতোটা বদলায় ততোটা বদলায় নি তোর কাছিমের কামড়ের মতো ভালবাসা।
৩৪৮.
পাথরের দেয়ালের মতো শক্ত
পৃথিবীর চেয়ে বুড়ো এক ঝাঁক
কচ্ছপের শ্যাওলা ধরা পিঠে হেলান দিয়ে
দিব্যি সময় কাটাচ্ছে অসময়।
৩৪৯.
তারার আগুন খসা এই দিনে যে যার প্রেমিক প্রেমিকার সাথে
চলে গেলে আমি আর ঈশ্বর শুধু বাকি থাকি
ওদের পিছনে বসে প্রেমের মিউজিক বাজাতে।
৩৫০.
ভার্চুয়ালি মৃত পৃথিবীতে ভার্চুয়াল প্রেমকে খুন করে
চলো আমরা অ্যাডাম আর ইভের মতো
আবার শুরু করি বন্য ভালবাসা।
জন্ম দিতে শত শত কোটি কিউট শয়তান।
৩৫১.
রুটিন মেনে চলতে গিয়ে তুমি তোমার ২৪ ঘন্টা কষ্টেমষ্টে চলতে থাকা পিসি'র সাথে রিপ্লেস করে নিয়েছো নিজেকে।
৩৫২.
প্রেম প্রতিধ্বনির মতো। তুমি যদি সাইকোর মতো চিৎকার করো
সেই চিৎকারটাই তুমি ফেরত পাবা শুনতে। তুমি যদি
চুমু খাও, সেই চুমুই এসে তোমাকে বাঁচিয়ে দেবে
কষাই পৃথিবীর হাতে ধরা ছুরির ফলার স্পর্শ থেকে।

৩৫৩.
রবীন্দ্রনাথ! পার্কে ছুরির মতো ধারালো ঘাসে বসে যে মেয়েটা
ভাঙা আয়না দেখে লাল ফিতা দিয়ে চুল বাঁধে-
তুমি তার বন্য কণ্ঠে বাঁধতে পারো নি নিজেকে।

তোমাকে ওরা বেঁধে রেখেছে পার্লারে
সৌন্দর্যের কমেন্টারি দেয়ার মুগ্ধ দর্শক বানিয়ে।
৩৫৪.
প্রেম! গতকালের তোর সাথে একই চিতায় মরে গেছি গতকালের আমি।
৩৫৫.
অভিমানের নামের ভিতর বেড়ে উঠছে আমার আত্মার অসীম টিনএজ কাল।
৩৫৬.
মগজের আজন্ম বুড়ো গাছে শুকনো পাতা
ঝরতে ঝরতে ক্লান্ত এ গাছের লাজুক লাজুক যৌবন।
আর শুকনো পাতার বৃষ্টি দেখতে চাই না।
শুকনো পাতার কবর খুঁড়ে ফাল্গুনের পারফিউম বেরিয়ে আসুক।
৩৫৭.
ঝামেলা ছাড়া ম্যানিকুইনের মতো জীবন চাও?
তাহলে তোমার জন্মকে বলো অশরীরী হতে
যেন সে ঈশ্বরের অ্যাম্বুলেন্সে করে পৃথিবীতে নেমে আসে-
কোন মানুষের কারসাজিতে না। আমি ঝামেলা আর সমস্যার
খোঁয়াড়ে থেকে যেতে চাই স্বর্গের ভিসা পেয়ে গেলেও।
কারণ এখানে জীবনের বুড়ো ক্যাকটাস এতো ডালপালা
দিয়ে আকাশকে চুমু খায়, সেই অসংখ্য ডালের
সংখ্যা সে নিজেই জানে না।
৩৫৮.
কঠিন শাস্তির চেয়ে কোমল ভালবাসা মানুষকে বদলায় বেশি বেশি।
৩৫৯.
কবিতার বইয়ে কপিরাইটের মতো তোমার দিকে তাকালে মনে হয়: এই প্রেমিকটা আমার!
৩৬০.
প্যালেস্টাইন ওয়ালের চেয়ে মজবুত তার রেগে যাওয়া চোয়াল।
৩৬১.
তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোমাকেই ভাবি
পৃথিবীর প্রথম প্রেমের মতো শূন্য থেকে শুরু করে।

৩৬২.
আইকন ভেঙে যাক তোমার অতৃপ্ত চাওয়ার এক থাপ্পরে।
৩৬৩.
বৃষ্টি! তুই যতোই ঝগড়া করিস, খ্যাচর ম্যাচর করিস, চিৎকার করিস- তবু তোর কণ্ঠস্বর আমার কাছে কখনো একঘেয়ে না হওয়া মিউজিকের মতোই লাগে।
৩৬৪.
বাঙ্গালি প্রেমিক ভাবার আগে ভাবে ভাই।
৩৬৫.
আমাকে তুই যদি বলিস প্রতিশোধপরায়ণ
সবচেয়ে বেশি প্রতিশোধ নেয় ওই প্রকৃতি নিজেই।
৩৬৬.
বিপদের বন্ধুর ভরসা নাই-
বিপদ নিজেই জিগরি দোস্ত।
৩৬৭.
পৃথিবীর কোথাও আমার শিশু আমার অজান্তে জন্ম নেয়
আর যুদ্ধের হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা তাকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়
আমার সাথে দেখা হওয়ার আগেই আড়ি নিয়ে
চির না দেখাদেখির আয়নায়।
৩৬৮.
ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া এলিয়েনদের দেশপ্রেমে দেশ কোন প্রেম টের পাইলেও পাইতে পারে, না পাইলে নাই। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেরা সেই প্রেমে খরায় পোড়া রাস্তায় ভেসে যাওয়ার মতো অবস্থা।
৩৬৯.
কর্পোরেট না হওয়ার ব্যর্থতায় এ জন্মে বেঁচে গেল তোমার ভিতরের মানুষটা!